the ULAB ian
A STUDENT MOUTHPIECE
Contains exclusive Bangla and English content...

ঢাকা, বাংলাদেশ । মে ২০১৪ । বৈশাখ ১৪২১ । রজব ১৪৩৫ । WWW.ULAB.EDU.BD/ULABIAN

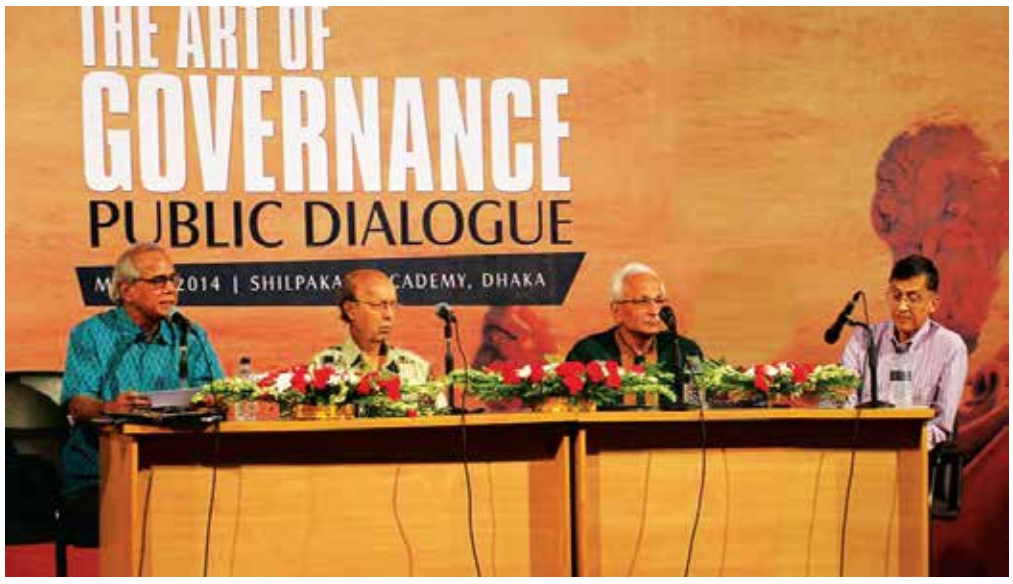

শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত সুশাসন বিষয়ক গণসংলাপে আলোচনারত অবস্থায় অতিথিবৃন্দ

ইউল্যাবে বর্ষবরণ

নতুনের আহ্বানে প্রাণের জাগরণ

■ এ এস এম রিয়াদ আরিফ

তাপস-নিঃশ্বাস বায়ে
মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা, দূর হয়ে যাক যাক যাক
এসো এসো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সবার পরনে লাল ও সাদার অপূর্ব মিশেল। কারো খোঁপায় গোঁজা সাদা ফুল। বাঁশির মৃদু সুরে ধ্বনিত হচ্ছে চিরন্তন বাঙালিপনার আবেদন। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)–এর বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের শুরুটা ছিল ঠিক এরকম। বাঙালির প্রানের উৎসব বৈশাখ। তাই গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপকে উপেক্ষা করে পুরাতন আর জীর্ণতাকে ভুলে শুচি ও শুদ্ধ হওয়ার প্রত্যয়ে গত ১৭ এপ্রিল ইউল্যাব–এর শিক্ষার্থীরা স্বাগত জানালো ১৪২১ বাংলা সালকে। বাঙালির সার্বজনীন এ উৎসবে ধানমণ্ডির পুরো ক্যাম্পাস সেজেছিল বর্ণাঢ্য সাজে।

অনুষ্ঠানের দিন সকাল সাড়ে ১১টা। মঞ্চে সোনালী তাবাসসুমের সাথে সংস্কৃতি ক্লাবের সদস্যরা সুরে ও তালে বৈশাখকে জানালেন নিবিড় আমন্ত্রণ। বিগত বছরের সব গ্লানি মুছে দিয়ে অডিটোরিয়াম ভর্তি দর্শকও সুর মেলালেন তাদের সাথে। সবার ভাবনা ও উপলব্ধিতে আবারো স্থান করে নিল আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য। লালন-হাসনের হাত ধরে যে সংস্কৃতির শিকড় যুগে যুগে বিরাট আকার পেয়েছে।

বাঙালি জাতিসত্ত্বার বিকাশ আর ব্যক্তিসত্ত্বাকে প্রস্ফুটিত করার অনন্য সময় যেন এ বৈশাখ। জীবনের নানান ব্যস্ততার ভিড়ে আড়ষ্ট সবাই তাই সংস্কৃতি সংসদের গানে যেন নতুন করে জেগে উঠলো। বৈশাখের নতুনের স্বপ্ন বুকে নিয়ে চির নতুনকে স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠানের পরবর্তী পরিবেশনায় যুক্ত হলো পঞ্চকবির অন্যতম দ্বীজেন্দ্রলাল রায়ের গান।

এরপর মঞ্চে আসেন এ দেশের কিংবদন্তী কণ্ঠ শিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদী। এতক্ষণ মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে বসে থাকা এ গুণীজন শোনালেন আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও শেঁকড়ের কথা, গভীরতার কথা। কালো ছায়া থেকে বেড়িয়ে তরুণদের হাত ধরে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে আমাদের সংস্কৃতি। এমন প্রত্যাশার ও সম্ভাবনার কথা শোনা গেলো বক্তব্যে। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানালেন এমন উৎসব মুখর আর বর্ণাঢ্য আয়োজনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্যে।

অনুষ্ঠানের পুরো আয়োজন জুড়ে ছিল শতভাগ বাঙ্গালিয়ানার ছাপ ফুটিয়ে তোলার নিরন্তন চেষ্টা। কেবল পান্তা ইলিশ খেয়ে কিংবা রমনায় বটমূলে গিয়ে এক দিনের বাঙালি সাজা নয় বরং চিরকালীন বাঙালি হবার আবেদনকে তুলে ধরে পরিবেশিত হয় ভিন্ন স্বাদের একটি ফ্যাশন শো।

বৈশাখ আমাদের যে সার্বজনীন চেতনার কথা বলে, জাত-পাত আর গোঁড়ামির পিচ্ছিল পথ ডিঙ্গিয়ে যে অসাম্প্রদায়িক

>> পৃষ্ঠা ৪, কলাম ১

ক্ষমতাসীনদের সদিচ্ছার অভাবই

সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে মূল বাধা

গণসংলাপে বক্তারা

■ জুলকার নাঈন

দেশের সর্বত্র জনগণের অধিকার এবং সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নিয়ে যখন নানা সংশয় কাজ করে তখন সে দেশের সুশাসন প্রশ্নবিদ্ধ হয়। একটি দেশের সামগ্রিক কাঠামো কখন সুসাশনের পথ থেকে সড়ে দাঁড়ায় আর কখন দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায় এ নিয়ে বক্তারা নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন ইউল্যাব-এর মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম বিভাগের আয়োজনে অনুষ্ঠিত 'সুশাসন' বিষয়ক গণসংলাপ অনুষ্ঠানে। গত ৩ মে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় চিত্রশালা ভবনের মিলনায়তনে আয়োজিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মহব্বত খান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজ-এর সাবেক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মঞ্জুর হাসান এবং সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) -এর সচিব ড. বদিউল আলম মজুমদার।

আলোচনায় বক্তারা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সুশাসনের প্রয়োগ এবং নানাদিক আলোচনা করেন। ড. বদিউল আলম বলেন, "সুশাসনের পথে তিনটি বাঁধা রয়েছে। ক্ষমতাসীনদের দৌরাত্ম, পেশীশক্তি এবং অর্থের প্রভাব।"

তিনি আরও বলেন, "স্বাধীনতার অনেক সময় পেরিয়ে আসলেও আমাদের কিছু বড় ব্যর্থতা রয়েছে। আমরা এখন পর্যন্ত নিজেদের মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারিনি। আমারা গণতান্ত্রিক গতিধারার কোন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারিনি, যার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্ম হয়েছে। এ দেশে দুর্নীতি বন্ধ হবে কি হবে না, এ দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে কি হবে না, কিংবা এদেশে সুশাসন আদৌ গড়ে উঠবে কিনা তা নির্ভর করছে দেশের প্রতিটি নাগরিকের উপর।"

>> পৃষ্ঠা ৩, কলাম ১

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনা

সম্পাদকীয়

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর গতিবিধি

বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। তার পাশাপাশি তথ্য প্রাপ্তির অধিকার জনগনের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার উৎস ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশ ২০০৯ সালে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সর্বসম্মতিক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করার মাধ্যমে সরকার সুশীল সমাজ, মানবাধিকারকর্মী, গণমাধ্যমকর্মীসহ প্রশংসা কুড়িয়েছিল সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের। ঘটনাটি প্রশংসিত হয়েছিলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও।

মুল উদ্দেশ্য ছিল এ আইনের মাধ্যমে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিকরণ। এতে পর্যায়ক্রমে দুর্নীতি হ্রাস পাবার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হয়েছিল প্রাথমিকভাবে।

বাস্তবিক অর্থে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কেমন কাজ করছে তা অনুসন্ধানে কাজ করেছে ইউল্যাবের প্রায় ৬০ জন শিক্ষার্থী। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার লক্ষ্যে তারা তথ্য অধিকার আইনের আওয়তায় অপ্রকাশিত কিছু তথ্যের জন্য সহজ কিছু প্রশ্ন দিয়ে আবেদন করে। এবং এ উদ্দেশে প্রায় সকলে তথ্য অধিকার আইনের আওয়তায় নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা'র নিকট সরকারি ডাকযোগে প্রেরণ করে।

তথ্যের জন্য আবেদন করা হয়েছে রাজস্ব বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পর্যটন ও বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, নিবন্ধন পরিদপ্তর, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়সহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে।

উল্লেখ্য যে, সকলেই মাত্র তিনটি নির্ধারিত প্রশ্ন করে এবং এতে যেন তৃতীয় পক্ষ থেকে তথ্য আদায়ের প্রয়োজন না পরে সেভাবেই প্রশ্ন করা হয়েছে। জটিল কোন প্রশ্ন করা হয়নি যাতে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ে কিংবা সরকারি কর্তৃপক্ষ মাত্র ২১ দিনের মধ্যেই প্রশ্নকারীদের উত্তর দিতে পারে।

আবেদনের সময় যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথ পদ্ধতিতে আবেদন করা হয়েছে। খেয়াল রাখা হয়েছে যেন আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, তারিখ, তথ্যের প্রকার এবং মূল্য পরিশোধের কথাও স্পষ্টভাবে আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়।

নির্ধারিত সময় পার হওয়ার আগেই প্রশ্নকারীরা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে নিশ্চিত করেছে প্রশ্ন প্রাপ্তির বিষয়টি। এরপর থেকে শুরু হয় প্রতীক্ষার পালা। তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেয়ার আশ্বাস মিলেছে কখনও। কখনও আবার বারবার যোগাযোগ করার জন্য বিরক্তির বহিঃপ্রকাশও করেছে কোন কোন দপ্তর। কখনও জানিয়েছে সেই আবেদনপত্র ডাকযোগে পুনঃপ্রেরণের জন্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিলেছে ভালো ব্যবহার এবং নিজ থেকেই কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদানের উৎসাহ।

নির্ধারিত সময়ে ষাট জন আবেদনকারীর মধ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য পেয়েছে মাত্র ৫ জন। আর অনেকেই রয়েছে উত্তরপত্র গ্রহণের আশ্বাসে। যারা উত্তর পেয়েছেন তাদের মধ্যে ২ জন পেয়েছেন একই মন্ত্রণালয় থেকে। কোনও দপ্তর জানিয়েছে তথ্য সংগ্রহে সময়ের দীর্ঘসূত্রিতার কথা। যে কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করেন তারা।

সম্পুর্ন প্রক্রিয়ায় যেসব ছাত্রছাত্রীরা কাজ করেছে তাদের সবাই ছিলো মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম বিভাগের। তারা তথ্য গ্রহণের জন্য সরাসরি দেখা করেও এসব তথ্য সংগ্রহ করতে পারতো। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল এ অধিকার সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে সচেতনা সৃষ্টি করা, এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কতটুকু আন্তরিক এবং তথ্য প্রদানে আগ্রহী তার একটি পরিস্কার চিত্র উপস্থাপন করা।

এ আইনের আওয়তায় তথ্য না পেলে আপিলের সুযোগ আছে। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ সে প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে। তবে তথ্যের অবাধ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে সকলের অংশগ্রহণ প্রথমে নিশ্চিত করতে হবে। সকলকে আগ্রহী করে তুলতে হবে তথ্য লাভের অধিকার সম্পর্কে। আমরা সুশাসনের কথা বললেও যেকোনও অব্যবস্থায় দোষারোপ করি সরকার ব্যবস্থাকে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে সুশাসন গড়ে তুলতে প্রয়োজন সকল নাগরিকের সরাসরি অংশগ্রহণ।

রোহিঙ্গাদের অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছেনা গত দুই দশকে

ডঃ নিকোলাস ফেরেলি

■ ইউল্যাবিয়ান ডেস্ক

গত ১০ মে ইউল্যাবে "এথনিক পলিটিক্স ইন মায়ানমার টুডে" শীর্ষক এক সেমিনারে বর্তমান মায়ানমারে জাতিগত রাজনীতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ এবং অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. নিকোলাস ফেরেলি।

অনেক বড় বড় সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সদ্য গণতন্ত্রের পথে পা বাড়ানো মায়ানমার গণতন্ত্রের অবাধ ও সুষ্ঠু চর্চায় অন্যতম সফল রাষ্ট্র বলে অভিমত ব্যক্ত করেন ড. নিকোলাস। তিনি বলেন, "এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১৫ সালের নির্বাচন অবাধ এবং নিরপেক্ষ হবে বলে আমার বিশ্বাস।" ড. নিকোলাস রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে বলেন, "জাতীয় নীতি থেকে বেশী স্থানীয় রাজনীতি'র প্রভাব ও প্রতিহিংসার ফল আজকের রোহিঙ্গা সমস্যা। আশু প্রতিকারের উদ্যোগ না নেয়া হলে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি পরবর্তী দু'এক দর্শকে অবনতির দিকে ধাবিত হতে পারে বলেই মনে হয়।"

ড. ফেরেলি তাঁর বক্তব্যে মিয়ানমারের নৃতাত্ত্বিক রাজনীতির বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরেন।

ড. ফেরেলি অস্ট্রেলিয়ার স্বনামধন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক এবং কৌশলগত বিষয়ে তিনি রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত। বর্তমানে মায়ানমারের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং এর দ্বন্দ্ব বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করে আসছেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যদান করেন ইউল্যাবের উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এইচ এম জহিরুল হক, রেজিস্ট্রার লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অবঃ) ফয়জুল ইসলাম, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীবৃন্দসহ অনেকে।

ব্যক্তিত্ব গঠনে নেতৃত্বের বিকাশ

■ শুভ বসাক নিকুঞ্জ

গত ৪ অক্টোবর ইউল্যাবে অনুষ্ঠিত হলো তরুণ শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠন বিষয়ক এক বিশেষ কর্মশালা। 'লিডারশীপ অ্যান্ড পারসোনাল ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক এ কর্মশালার আয়োজন করে ইউল্যাব কো-কারিকুলার ডিপার্টমেন্ট। এতে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন মনোবিশেষজ্ঞ রোকসানা সুলতানা এবং ফেরদৌস ইকবাল।

ইউল্যাবের ১৫ টি ক্লাবের প্রায় ৭৫ জন কার্যনির্বাহী সদস্য সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এ কর্মশালায়। ইউল্যাবের বিভিন্ন ক্লাব পরিচালনার সাথে যুক্ত শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষে আয়োজিত এই কর্মশালায় রোকসানা সুলতানা 'পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাজে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশ ঘটতে পারে' – বলে মত ব্যক্ত করেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন অনুষ্ঠানটির আয়োজকবৃন্দ।

দেশপ্রেম ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইউল্যাব শিক্ষার্থীদের আয়োজন

■ ইউল্যাবিয়ান ডেস্ক

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও মিউজিক ভিডিওসহ মঞ্চ নাটকে চরিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশপ্রেম আর সুশাসন প্রতিষ্ঠা'র বার্তা নিয়ে ইউল্যাব এমএসজে আয়োজন করে ফিল্ম প্রদর্শনীর।

শাসন ব্যবস্থায় এবং সুশীল সমাজ গঠনে একজন নাগরিকের অংশগ্রহণের অধিকার এবং সরকারকে সহায়তায় নাগরিক কর্তব্য বিষয়ে প্রতি সেমিস্টারের মতো গত সেমিস্টারে ইউল্যাবের মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম বিভাগের আয়োজনে অনুষ্ঠিত কারিকুলাম ইন্টিগ্রেশন অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় ছিলো আর্ট অব গভর্নেন্স।

গত ১৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় রাজধানীর রাশিয়ান সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে 'আর্ট অব গভর্নেন্স' শীর্ষক এ প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয়। আয়োজনে দেশের শাসন ব্যবস্থার উপর একটি নাটিকা ও একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের নির্মিত হায়দার হোসেনের 'স্বাধীনতা' শিরোনামের গানটির নবনির্মিত মিউজিক ভিডিও প্রদর্শিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক আনিসুল হক। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আনিসুল হক বলেন, "যে দেশের সংবাদপত্র স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম সেদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠাও সম্ভব।" তিনি আরও বলেন, "দেশে জনগণের অধিকারকে সমন্বিত রাখতে হলে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার পাশাপাশি গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিষয়টিও অত্যন্ত জরুরী।" অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান ও আয়োজক বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক: ডঃ জুড উইলিয়াম হেনিলো, উপদেষ্টা সম্পাদক: বিকাশ সিংহ ভৌমিক, সম্পাদক: জুলকার নাঈন (এমএসজে), উপ-সম্পাদক: এ এস এম রিয়াদ আরিফ, ইউল্যাবিয়ান দল: সানজিদা হক (এমএসজে), সজল বি রোজারিও (এমএসজে), জান্নাতুল ফেরদৌস (এমএসজে), জাহিদ গগন (এমএসজে), আয়েশা খান (এমএসজে), শুভ বসাক নিকুঞ্জ (ইউএসবি), অরিত্র অংকন মিত্র (এমএসজে), মোঃ নাহিদ আলম (এমএসজে), ফারিয়া সুলতানা চৈতি (এমএসজে), নাইম মোস্তাফিজ (এমএসজে), শেখ মেহেদী মোরশেদ (এমএসজে), মনন মুনতাকা (এমএসজে), নকশা ও অলংকরণ: থ্রিআরএমসি।
পত্রিকাটি পাঠকের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরত্ব দিতে বদ্ধপরিকর। আপনার মতামত পাঠাতে পারেন এই ই-ঠিকানায়: theulabian@ulab.edu.bd

একজন যুবরাজের প্রস্থান

■ এ এস এম রিয়াদ আরিফ

চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়–বিচ্ছেদ নয়
চলে যাওয়া মানে নয় বন্ধন ছিন্ন–করা আর্দ্র রজনী
চলে গেলে আমারও অধিক কিছু থেকে যাবে
আমার না–থাকা জুড়ে।

বিদায় আর প্রস্থানের মাঝে ব্যবধানটা ঠিক কতটুকু, সে বিষয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। তবে অন্তত একটা বিষয়ে একমত হওয়া যেতে পারে, দুটোই অনিবার্য আর অপ্রত্যাশিত একটা বিষয়। তাই অপ্রত্যাশিত হলেও আমাদের মেনে নিতে হয় যে মঞ্চের যুবরাজ খালেদ খানের সেই জোড়ালো কণ্ঠ আর শোনা যাবে না। হুইল চেয়ারে করে তিনি আর তার প্রিয় কর্মস্থল ইউল্যাবে আসবেন না। আশ্চর্য ঢংয়ে তিনি আর শিক্ষার্থীদের নাটকের পাঠ শেখাবেন না। গত ২০ ডিসেম্বর বারডেম হাসপাতালের বিছানায় যে মানুষ জীবনের ওপারে চলে গেলেন তিনি এ দেশের সাংস্কৃতিক জগতের উজ্জ্বলতম মানুষগুলোর একজন। খালেদ মাহমুদ খান। ডাকনাম যুবরাজ। নামের তাৎপর্যটা কী আশ্চর্যরকম ভাবে ধরে রেখেছিলেন তিনি! যুবরাজ নামটি জন্ম সূত্রেই তাঁর নামের পাশে এঁটে দেবার খুব একটা প্রয়োজন বোধহয় ছিল না। ওটা এমনিতেই তাঁর নামের পাশে জুড়ে বসতো। দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় জুড়ে অভিনয় ও নির্দেশনায় সকল শাখায় তাঁর নিজস্ব ঢংয়ের কারণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন সত্যিকারের যুবরাজ। থিয়েটারকর্মীদের প্রিয় যুবদা।

কেবল অভিনয় জগতেই নয়, সঙ্গীত কিংবা একজন বাচিকশিল্প শিক্ষক হিসেবে সামগ্রিকভাবে ঢাকার পুরো সাংস্কৃতিক জগতেই তুমুল জনপ্রিয় ছিলেন খালেদ খান। ১৯৭৮ সালে নাগরিক নাট্যদলের 'দেওয়ান গাজীর কিসসা' নাটকে কাজ করার মাধ্যমে তার অভিনয় জীবনের শুরু। এরপর ৩০টিরও বেশি নাটকে অভিনয় করেছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি ১০টির বেশি মঞ্চ নাটকে নির্দেশকের ভূমিকায় ছিলেন তিনি। সর্বশেষ অভিনীত নাটক নাগরিক নাট্য দলের 'রক্তকরবী'।

টেলিভিশন নাটকে খালেদ খান নিয়ে এসেছিলেন নতুন মাত্রা। অভিনয়ের পরিপক্কতা আর পরিমিতিবোধের মাধ্যমে তিনি টেলিভিশন নাটককেই নিয়ে গেছেন অন্যরকম এক উচ্চতায়। জনপ্রিয় করে তুলেছেন টিভি নাটকের ধারাকে। চরিত্রের একেবারে গভীরে ঢুকতে পারার বিশেষ এক ক্ষমতা ছিল যুবরাজের। তাই 'রূপনগর' নাটকের 'হেলাল' কিংবা মঞ্চে 'রক্তকরবী' নাটকের 'বিশু পাগলা' নামেও তাঁকে চিনে নেয়া যায় খুব সহজেই। অভিনয়ের মাধ্যমে জয় করেছিলেন সাধারণ মানুষের মন। তিনি 'মফস্বল সংবাদ', 'এই সব দিনরাত্রি', 'রূপনগর', 'লোহার চুড়ি', 'তুমি কোন কাননের ফুল'–এর মতো অসংখ্য জনপ্রিয় নাটকে অভিনয় করেছেন। রূপনগর নাটকের 'ছি ছি ছি, তুমি এত খারাপ' সংলাপটি দর্শকের মুখে মুখে ছিল বহু দিন।

কিছু মানুষকে খ্যাতির পেছনে ছুটতে হয় না, খ্যাতি নিজেই এসে ধরা দেয় তাদের কাছে। খালেদ খান সন্দেহাতীতভাবে ছিলেন তেমনই একজন। কিন্তু এতো খ্যাতি, এতো পরিচিতির পরও কখনোই একজন সেলিব্রিটি হিসেবে নিজেকে ভাবেননি যুবরাজ। তাই অনায়াসে মধ্যবিত্ত সমাজের একজন হতে পেরেছেন, মানুষের সাথে মিশতে পেরেছেন খুব সহজে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স–এ বিকম ও এমকম পাশ করা খালেদ খানের শৈশব কেটেছে টাঙ্গাইলের মোসদুই গ্রামের ধুলো-মাটিতে। আপাদমস্তক কাজ পাগল এ মানুষটি কর্ম জীবন কেটেছে বেক্সিমকো ফার্মা, একুশে টেলিভিশন, ইউনিভার্সাল টেলিভিশন থেকে শুরু করে বেঙ্গল গ্রুপের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পদে।

দুরারোগ্য মোটর নিউরনিক ব্যাধিতে আক্রান্ত এ মানুষটির কর্মজীবনের শেষ দিনগুলো কেটেছে ইউল্যাবে। ইউল্যাবের একেবারে শুরুর দিকে ২০০৫ এ পারফর্মিং আর্টসের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেয়া খালেদ খান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নাটক পড়িয়েছেন। একজন জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে বেশ খ্যাতি ছিল তাঁর। বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের অধিকারী খালেদ খান হয়ে উঠেছিলেন শিক্ষার্থীদের প্রিয় খালেদ স্যার। তাঁরই উদ্যোগে গড়ে ওঠে থিয়েটার ইউল্যাব। মৃত্যুকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারারের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালবাসায় ভোলাব
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাবো।

মঞ্চে খালেদ খানের কণ্ঠে বেশ জনপ্রিয় ছিল এ গানটা। খালেদ খানের মতো যারা ভালবাসা দিয়ে মানুষকে জয় করতে চান, তারা মানুষের ভালবাসাও পান প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই। তাদের প্রস্থানে তাই মানুষ কাঁদে গভীর এক শুন্যতা থেকে। খালেদ খানের ওপার যাত্রা যে শূন্যতার সৃষ্টি, তা কি পূরণ হবার?

সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে মূল বাধা

>> পৃষ্ঠা ১ এর পর

অধ্যাপক মোহাম্মাদ মহব্বত খান তার বক্তব্যে বলেন, "আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা কাজ করে। আমরা মনে করি সুশসান আর সরকার ব্যবস্থা এক বিষয়। অনেক সময় সরকার বলতেই সুসাশনকেই নির্দেশ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুসাশনের পরিসর সরকার থেকে আরও বড়। সরকার ব্যবস্থা পরিচালনা করেন মুষ্টিমেয় কিছু জনপ্রতিনিধি। কিন্তু সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সামগ্রিক কাঠামোকে বুঝানো হয়ে থাকে। সুসাশনের একটি ক্ষুদ্র অঙ্গ হিসেবে সরকার ব্যবস্থা কাজ করে থাকে।"

গণতন্ত্র এবং সুশাসন প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে ব্যবহার করা হয়েছে ভুল অর্থে যেখানে জনগনের স্বার্থ রক্ষা হয়েছে কম। আর যারা গণতন্ত্র রক্ষার কথা বেশি বলেন তাদের হাতেই দেখা যায় গণতন্ত্রকে ভুলুণ্ঠিত হতে।"

একটি দেশের সুশাসন কখন প্রতিষ্ঠিত হবে বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন কখন কায়েম হবে তা নির্ভর করে সে দেশের গণতন্ত্র, সুসংগঠিত প্রশাসন, সুসমন্নিত মানবধিকারের অবস্থান এবং সে দেশের গণমাধ্যম-এর উপর। দেশের মানুষ কতটুকু সুশাসন ভোগ করছে এবং সুশাসনে একজন নাগরিকের করনীয় ইত্যাদি প্রসঙ্গে উপস্থিত দর্শকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন বক্তারা। প্রশ্নোত্তর পর্বে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বলেন, "আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গণমাধ্যমগুলো মালিক পক্ষের কাছ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেনা। মাঝে মাঝে প্রতিবেদনের মুখ্য উদ্দেশ্যই হয় মালিকপক্ষকে তুষ্ট করা। মালিকপক্ষ এবং সংবাদকর্মীর মধ্যে সত্যপ্রকাশের এযুদ্ধ পৃথিবীর সব দেশের মতো এদেশেও যেমন ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।"

ব্যারিস্টার মঞ্জুর হাসান তার বক্তব্যে রাষ্ট্রীয় সুশাসন ব্যবস্থাকে গ্রিক সভ্যতার স্তম্ভের সাথে তুলনা করে বলেন, "কোন দেশের সামগ্রিক কাঠামো নির্ভর করে সে দেশের স্তম্ভ এবং ভিত্তির ওপর। ভিত্তি এবং স্তম্ভের একটিও নড়বড়ে হলে সে দেশের শাসন ব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। পাশাপাশি এটিও আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক যে আমরা গত চার দশকেও দেশের জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারি নাই।"

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাব বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সিনিয়র উপদেষ্টা অধ্যাপক ব্রায়ান সুস্মিথ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকটর মোঃ আসিউজ্জামানসহ মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিচারক বৃন্দ ও অতিথিদের সাথে প্রতিযোগীরা ।

তারিক আলীর সাথে
ইতিহাসের গল্প

■ শুভ বসাক নিকুঞ্জ

তারিক আলী। ব্রিটিশ-পাকিস্তানী লেখক, সাংবাদিক, চিত্র পরিচালক কিংবা রাজনৈতিক বিশ্লেষক এমন আরও অনেক পরিচয়েই পরিচিত করা যায় তাকে। তাই তাকে কাছ থেকে দেখা ও তাঁর কথা শোনার আগ্রহটা খুব স্বাভাবিক। সুযোগটা মিললো গত ১৭ নভেম্বর, ইউল্যাব এর কল্যাণেই। হে ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে ঢাকায় আসা তারিক আলী ইউল্যাবের ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে মেতে উঠলেন ইতিহাসের গল্প নিয়ে। বার্লিন প্রাচীরের পতন, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে যাওয়া, পুঁজিবাদ, সাম্যবাদের উৎপত্তি–ইতিহাসের এমন অসংখ্য অধ্যায় উঠে এলো তার বক্তৃতায়।

শুধুই কি বিশ্ব ইতিহাস! তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশ ও বর্তমান বিশ্বের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থা নিয়েও ছিল বিশ্লেষণ। আরব বসন্ত, বুশ থেকে ওবামা পর্যন্ত আমেরিকা, ইরাক-আফগানিস্তান প্রসঙ্গ, চীনা সাম্যবাদের ভেতরে লুকিয়ে থাকা পুঁজিবাদ, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে নতুন করে সাম্যবাদের উত্থানসহ সাম্প্রতিক নানা বিতর্কিত ও আলোচিত বিষয়গুলো নিয়েও কথা বলেন তিনি।

১৯৮৯ এ 'বার্লিন প্রাচীর'–এর পতনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর এক মোড়ল নিজের অস্তিত্বকে অন্য মোড়লের হাতে সদিচ্ছায় তুলে দেয়। যার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র পুঁজিবাদের কাছে সাম্যবাদের পরাজয় শুরু হয়! এমনি করেই পুঁজিবাদের উত্থানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করেন তিনি। অক্সফোর্ড পড়ুয়া একদা তুখোড় বামপন্থী ছাত্রনেতা তারিক আলী ষাটের দশক থেকেই বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন। তিনি সত্তরের দশক থেকে নিয়মিত লন্ডনের দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় লেখালেখি করে আসছেন। এছাড়া তিনি লন্ডন রিভিউ অব বুক্স, কাউন্টারপাঞ্চ, নিউ লেফট রিভিউ, সিন পেরমিসো'র সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তারিক আলীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে – পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান: এক্সিস অব হোপ, এডওয়ার্ড সাঈদের সাথে সংলাপ, পাকিস্তান: মিলিটারি রুল অর পিপলস পাওয়ার, বুশ ইন ব্যাবিলন, স্ট্রিট ফাইটিং ইয়ারস, ক্ল্যাশ অব ফান্ডামেন্টালিজমস। তাঁর লেখা প্রথম ইসলামিক উপন্যাস 'শ্যাডোজ আন্ডার পমেগ্র্যানেট ট্রি' কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

ইউল্যাবে তারিক আলীকে স্বাগত জানান ইউল্যাব বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সহ-সভাপতি কাজী আনিস আহমেদ। ইউল্যাবের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে তারিক আলী'র হাতে সম্মাননা তুলে দেন ইউল্যাবের উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান। এ সময় ইউল্যাব বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য কাজী নাবিল আহমেদ, কাজী ইনাম আহমেদ, ইউল্যাবের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এইচ এম জহিরুল হক, অধ্যাপক ব্রায়ান সুস্মিথ, অধ্যাপক আবদুল মান্নান, রেজিস্ট্রার লেফটেনেন্ট কর্নেল (অবঃ) ফয়জুল ইসলাম ও হেড অব কম্যুনিকেশন জুডিথা ওলমাখারসহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নতুনের আহ্বানে প্রাণের জাগরণ

>> পৃষ্ঠা ১ এর পর

সমাজের কথা বলে তার প্রতিফলন ছিলো পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে। পাহাড়ি সুরে ইউল্যাবের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পরিবেশিত নাচ অনুষ্ঠানে নিয়ে আসে এক ভিন্ন আমেজ। মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের শিক্ষার্থী রাব্বির নিজের লেখা ও সুর করা গান প্রশংসা কুড়িয়েছে সবার। এছাড়া শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত যন্ত্র সংগীতের মূর্ছনা উপভোগ করে সবাই। থিয়েটার ইউল্যাবের পরিবেশিত নাটিকাটি ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। জেসি, সৌমিত্র, অর্ক, সোনালীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত সঙ্গীত ও নৃত্যে ছিল বৈশাখের আবীর মাখানো রং, যে রঙের আমেজ সহজে মুছবার নয়।

অনুষ্ঠানের পুরো সময়টা ইউল্যাবের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দসহ উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের অন্যতম সদস্য কাজী আমেনা আহমেদ।

বৈশাখ উপলক্ষে সাদা-লালে রঙ্গিন ইউল্যাব শিক্ষার্থীরা স্বপ্ন দেখে নুতন এক আগামীর, নতুন এক সম্ভাবনার। বাঙালি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে তারা এগিয়ে যেতে চায় সে সম্ভাবনাময় আগামীর পথে। সে চেতনারই প্রতিফলন হল পুরো বর্ষবরণ অনুষ্ঠান জুড়ে।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ২০১৪

■ আয়েশা খানম

প্রতি বছর একুশ আসে অনন্য এক চেতনা নিয়ে। একুশ আমাদের সাহস আর প্রেরণার অফুরন্ত উৎস। একুশ মানে তাই আমার ভাষায় আমার কথা বলা। একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউল্যাব-এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ২০১৪' ও আলোচনা অনুষ্ঠান।

এবারের প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের আবৃত্তির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহ। ইউল্যাবের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান এর স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিকেল ৪:০০ অনুষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে শুরু হয়।

এরপর উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক কাজী মদিনা। প্রবীণ এই গুণীজন তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, 'ভাষা আন্দোলনের পটভূমি, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বাঙালির সংগ্রাম এবং তরুণদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা। তিনি ভীষণ আক্ষেপের সাথে বর্তমান বাংলা ভাষার দৈন্যদশার কথা তুলে ধরেন।

>> পৃষ্ঠা ৬, কলাম ২

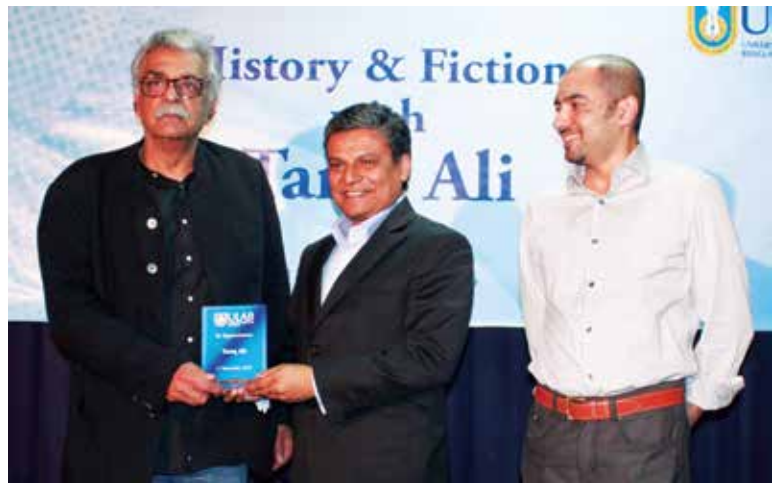

তারিক আলীকে সম্মাননা তুলে দিচ্ছেন ইউল্যাব উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সহ সভাপতি কাজী আনিস আহমেদ

ইউল্যাব ইয়েস গ্রুপের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

■ মোঃ নাহিদ আলম

তথ্যই শক্তি - তথ্য জানার অধিকার, আপনার আমার সবার। জনগণের অধিকারের রক্ষাকবচ এই তথ্য অথিকার আইন। সাধারন নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে এবং সকল প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি হ্রাস ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ২৯ মার্চ ২০০৯ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাশ হয়। কিন্তু, এখনও এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ নেই। যার পেছনে মূল কারন হল জনসাধারণের অসচেতনতা। আর তাই তরুণদের এ আইন সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর ইউল্যাব ইয়েস (ইয়ুথ এন্‌গেজ্‌মেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট) গ্রুপ গত ২৩ নভেম্বর তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক এক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের আয়োজন করে।

ইউল্যাবের উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান, উপ উপাচার্য ড. এইচ এম জহিরুল হকসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। ইউল্যাব - ইয়েস গ্রুপের সদস্যরা সকলের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট, স্টিকার ও তথ্য জানতে ব্যবহৃত ফর্ম বিনামূল্যে প্রদান করেন। এ ক্যাম্পেইনে প্রায় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করে বলে জানায় আয়োজকবৃন্দ।

ইউল্যাব-ইয়েস গ্রুপের দলনেতা এ সম্পর্কে বলেন, "জানবো জানাবো-দুর্নীতি রুখবো, এই শ্লোগানকে ধারণ করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ইউল্যাব-ইয়েস গ্রুপ এই কাজের সাহায্যকারী শক্তি হতে পেরে আনন্দিত। আমরা আশা করি সচেতন তারুণ্যই পারবে তথ্যের অবাধ প্রবাহ সুনিশ্চিত করে দুর্নীতিমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়তে।"

ক্যাম্পেইনে ইউল্যাব-ইয়েস গ্রুপের সদস্যদের একাংশ

নবম বর্ষে ইউল্যাব

নবম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা রাখছেন ড. কামাল আব্দুল নাসের

■ শুভ বসাক নিকুঞ্জ

২০০৪ সালের ১ অক্টোবর মহাখালী থেকে যাত্রা শুরু। সময়ের পরিক্রমায় এগিয়ে চলা ইউল্যাব গত ১ অক্টোবর পদার্পণ করেছে সফলতার ৯ম বর্ষে। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে উদযাপিত হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়টির ৯ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ইউল্যাব ও ইউল্যাবিয়ানদের দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন ইউল্যাব উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, 'বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি ইউল্যাব সব সময় সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রমের প্রতিও জোর দিয়ে থাকে। এছাড়া বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণার জন্য সেন্টার ফর বাংলা স্টাডিজ, উদ্যোক্তা তৈরি ও বাণিজ্য সম্পর্কিত গবেষণার জন্য সেন্টার ফর এন্টারপ্রাইজ এন্ড সোসাইটি, পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষণার জন্য সেন্টার ফর সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এবং প্রত্নতত্ত্ব ও লুপ্তপ্রায় জীবনযাপন সম্পর্কিত গবেষণার জন্য আর্কিওলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টার ইউল্যাবের গবেষণা নির্ভর কর্মকাণ্ডকে তরান্বিত করছে।' অধ্যাপক রহমান আরও বলেন, 'ইউল্যাবে সৃজনশীল চিন্তা-চেতনা বিকাশের জন্য বাস্তবসম্মত শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় যা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' খুব শীঘ্রই রাজধানীর মোহাম্মদপুরের রামচন্দ্রপুরে দেশের প্রথম যুগোপযোগি সবুজ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গড়ে তোলা হবে বলেও জানান তিনি।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, 'শিক্ষাক্রম ও গবেষণামূলক কার্যক্রমের বিশেষত্বের জন্য বাংলাদেশের অন্যান্য ইউনিভার্সিটির মধ্যে ইউল্যাব অন্যতম।' উচ্চশিক্ষার যথাযথ উন্নয়নের জন্য দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

সবশেষে উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান ইউল্যাব বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য এবং ট্রেজারার কাজী নাবিল আহমেদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ইউল্যাবের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এইচ এম জহিরুল হক, ইউল্যাব বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য আমিনা আহমেদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার লেফটেনেন্ট কর্নেল(অবঃ) ফয়জুল ইসলামসহ শিক্ষক-কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঠাকুরগাঁও এ শীতবস্ত্র বিতরণ করছে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

শীতবস্ত্র বিতরণে
সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাব

■ শুভ বসাক নিকুঞ্জ

মানবতার কাছে পরাস্ত হোক শীত-এ স্লোগানকে সামনে রেখে ইউল্যাব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাব গত নভেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছিলো তাদের 'শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম ২০১৪'। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও বিভিন্ন প্রতিকূলতাও দাঁড়াতে পারেনি বাঁধা হয়ে। বিপন্ন মানবতার কাছে ঠিকই পৌঁছে গিয়েছে ইউল্যাবিয়ানদের সহযোগিতা। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৩১ জানুয়ারি, শুক্রবার ইউল্যাব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাবের উদ্যোগে বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা ঠাকুরগাঁও-এর পীরগঞ্জ উপজেলার মালগাঁও গ্রামে প্রায় দুই শতাধিক অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল, চাদর ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ক্লাবের সদস্যরা।

ইউল্যাব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাব সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ইউল্যাব কর্তৃপক্ষ এবং সকল ইউল্যাবিয়ানদের আন্তরিক সহযোগিতায় প্রতি বছরের মতো এবারও শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম করতে পেরে সন্তুষ্ট সংগঠনটির আয়োজকবৃন্দ। শীতবস্ত্র বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাবের সভাপতি মোঃ ইমরান হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শুভ বসাক নিকুঞ্জ, প্রচার সম্পাদক সাদিদ আল সাহারিয়ার সান, মইনুল হাবীব নোমান, মাহাদী হাসান, মোঃ আসলাম হোসেন এবং ইউল্যাব কো-কারিকুলার অফিসের সহকারী সমন্বয়ক ও ক্লাবের সাবেক সভাপতি মোঃ তৌহিদুল ইসলাম।

সার্ক সাহিত্য উৎসবে ইউল্যাবিয়ান

■ এ এস এম রিয়াদ আরিফ

সীমানা পেরিয়ে; আস্থায় ও মিলনে-এ স্লোগানকে সামনে রেখে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সবচেয়ে বড় সাহিত্য উৎসবগুলোর অন্যতম 'সার্ক সাহিত্য উৎসব-২০১৪। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি শাহবাগের জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনের এর উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দু'দিনব্যাপী মিলন মেলার এবারের উৎসবে অংশ নেয় স্বাগতিক বাংলাদেশের ৩৮ জনসহ সার্ক ভুক্ত অন্যান্য দেশগুলোর খ্যাত নামা ত্রিশ জন লেখক, কবি ও সাহিত্যিক। সম্প্রীতি ও মৈত্রীর এ সম্মেলনে অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় ইউল্যাব এর ১০০ জন শিক্ষার্থী।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সম্মেলনের মূল আয়োজন। এরপর ভাস্কর বন্দোপাধ্যায় ও ডালিয়া আহমেদের দরাজ কণ্ঠে শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' আবৃত্তির পরপরই সম্মেলনের আয়োজক রাইট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন আসেন তাঁর স্বাগত বক্তব্যে মৈত্রী আর সম্প্রীতির আহ্বান নিয়ে। ফাউন্ডেশন অব সার্ক রাইটার্স অ্যান্ড লিটারেচারের সভাপতি ও ভারতের বিশিষ্ট সাহিত্যিক অজিত কর সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে শোনালেন সাহিত্য নামের মহাসড়কের কথা, যে মহাসড়ক পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষের সাথে আরেক প্রান্তের মানুষের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শেখ হাসিনা দক্ষিণ এশিয়াকে একটি দারিদ্রমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে লেখক ও সাহিত্যিকদের একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। একই আহ্বানে কণ্ঠ মেলান সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর ও লেখক সৈয়দ শামসুল হক।

দু'দিনব্যাপী এ উৎসবের পুরো সময়টা মুখরিত ছিল সমরেশ মজুমদার, প্রতিভা রায়, কেশব সিগদেল প্রকাশ সুবেদী কিংবা সৈয়দ শামসুল হকের মত দক্ষিন এশিয়ার খ্যাতিমান সব সাহিত্যিকদের কবিতা, সাহিত্যপাঠ আর আলোচনায়। সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলকে তুলে ধরার জন্যই এ উৎসবের আয়োজন বলে জানান রাইট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক কবি রুবানা হক।

২য় আন্তঃ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

চিত্রকর্ম প্রদর্শনী ২০১৪

■ মনন মুনতাকা

গত ৬ মার্চ আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভারসিটি বাংলাদেশ আর্টস ক্লাব এর সৌজন্যে হয়ে গেল ২য় আন্তঃ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চিত্রকর্ম প্রদর্শনী ২০১৪। বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী খুঁজে বের করাই ছিল ঢাকা আর্টস সেন্টারে আয়োজিত প্রদর্শনীটির মূল লক্ষ্য।

প্রদর্শনীতে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ছাড়াও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছিলো – ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, ইউনিভার্সিটি অব ডেভলোপমেন্ট অল্টারনেটিভসহ মোট ৮ টি বিশ্ববিদ্যালয়। বিচারকমন্ডলী দ্বারা নির্বাচিত ৩৯ জন শিক্ষার্থীর মোট ৭৬টি চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয় প্রদর্শনীটিতে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর উপাচার্য ড. কারমান জেড. লামাগনা এবং স্টুডেন্ট

এ্যাফেয়ার্স এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মিসেস নাদিয়া আনোয়ার। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ড্রয়িং এন্ড পেইন্টিং বিভাগের শিক্ষক ড. মোহাম্মদ ইকবাল। মিশ্র মাধ্যম, জল রঙ, তেল রঙ, এ্যাকরেলিক, পেস্টেল, পেন্সিল স্কেচ, কলম স্কেচ এবং কাঁচের চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে এ প্রদর্শনীতে।

ইউল্যাব এর মোট ৭ জন শিক্ষাথীর ১৪ টি চিত্রকর্ম এ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্যে উন্মুক্ত এ প্রদর্শনী গত ১৩ মার্চ শেষ হয় আনুষ্ঠানিক সমাপনি উৎসবের মধ্য দিয়ে। চিত্রশিল্পী মোস্তফা মনোয়ার এবং নাট্যকার মামুনুর রশীদ শেষ দিনের এ সমাপনী আয়োজনে অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের সৃষ্টিশীল মেধা ও মননের বিকাশে আয়োজক প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানান।

৫ম ইউল্যাব আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৪ এর চূড়ান্ত পর্বের আয়োজনে অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি ও ইউল্যাবের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এইচ এম জহিরুল হক

বিজয়ী এমএসজে'র 'ওসেন' দল

৫ম আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৪

■ শুভ বসাক নিকুঞ্জ

যুক্তিতেই একদিন মুক্তি মিলবে, খুলে যাবে সমাধানের পথ। দেখা দিবে নতুন দিগন্ত। এমন একটি ধারণা থেকেই বিতর্ক চর্চার উদ্ভব ও বিকাশ। সেই ধারাবাহিকতায় ইউল্যাব ডিবেটিং ক্লাবের উদ্যোগে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৫ম আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৪ এর চূড়ান্ত পর্ব। গত বছরের ২২ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া 'আই স্পিক, দেয়ারফোর, আই এক্সিস্ট' শীর্ষক এ আসরে বাংলা মাধ্যমের বিতর্কে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের 'ওসেন' দল।

ইউল্যাবের পাঁচটি বিভাগ থেকে সর্বমোট ১৬ টি দল বাংলা এবং ইংরেজি মাধ্যমের এ বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাবের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এইচ এম জহিরুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাবের রেজিস্ট্রার লেফটেনেন্ট কর্নেল (অবঃ) ফয়জুল ইসলাম ও ইউল্যাবের স্কুল অব বিজনেসের অধ্যাপক আবদুল মান্নান। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাব ডিবেটিং ক্লাবের উপদেষ্টা শাহেনওয়াজ কবির, ইউল্যাব কো-কারিকুলার সমন্বয়কারী ও সিনিয়র লেকচারার তাহমিনা জামান ও বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ মোঃ শুক্রানা। উল্লেখ্য, বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় ইউল্যাবের বসন্তবরন অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'বসন্তের আগমন, যুক্তি-তর্কে হোক বরণ' শিরোনামে সংসদীয় কাঠামোর এ বিতর্কে বিরোধী দলের ভূমিকায় ছিলেন ইউল্যাবের এমএসজে ডিপার্টমেন্টের 'ওসেন' দল। আর সরকারি দলের ভূমিকায় ইউল্যাব স্কুল অব বিজনেসের দল 'বিবিএ ভয়েজার'। সরকারী দলের উত্থাপিত প্রস্তাব 'হ্যারি পটারের আগ্রাসনে ডালিম কুমার আজ বিপন্ন' সংসদে নাকচ হয় ২-১ ব্যাবধানে।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ২০১৪

>> পৃষ্ঠা ৪ এর পর

তিনি আরো বলেন, 'বর্তমানে প্রায় ৩০ কোটির বেশি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বললেও কেন আজ ভাষার এই দৈন্যতা? আমরা কেন শুদ্ধভাবে বাংলা বলিনা এবং উচ্চারণ করিনা? ' এক্ষেত্রে তিনি উদাহরণ হিসেবে রেডিও জকিদের বিকৃত বাংলা উচ্চারণের ব্যাপারে সতর্ক হবার পরামর্শ দেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় বাংলা ও ইংলিশ এর সংমিশ্রণ না করার আহ্বান জানিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'শুধু ফেব্রুয়ারি মাস বলেই বাংলা শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করব ও বলব তা হবে না। আমাদেরকে গোটা বছরই শুদ্ধ বাংলা বলার অভ্যাস চালিয়ে যেতে হবে '।

প্রফেসর এমেরিটাস রফিকুল ইসলাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী সকলের মাঝে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'বিশ শতকে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে যে চারটি ঘটনা ঘটেছিল তার প্রথমটি ছিল বাংলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার, দ্বিতীয়টি ১৯৫২ এ সাহসী বাঙালি তরুণদের জীবনদান। যার মধ্য দিয়ে পরবর্তীতে বাংলাদেশের জন্ম। তিনি আরও বলেন কবিগুরুর 'গীতাঞ্জলি ' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ১৯১০ সালে তিনি 'গীতাঞ্জলি ' কাব্য রচনা করেন যেখানে ১৫৩ টি কবিতা ছিল। ১৯১২ সালে লন্ডন থেকে ইন্ডিয়া সোসাইটি এ কবিতাগুলো প্রকাশ করে।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পর্ব মিলিয়ে অংশ নেয় মোট ৩৪ জন শিক্ষার্থী। শুদ্ধ উচ্চারণ, বাচনভঙ্গী প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে সম্মানিত বিচারকদের রায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে ইউল্যাবের এমএসজে বিভাগের শিক্ষার্থী এ এস এম রিয়াদ আরিফ। ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে শাহজালাল নোমান এবং জয়নব তাবাসসুম বানু। প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন ড. বেগম জাহান আরা, অধ্যাপক কাজী মদিনা এবং ড. তপতি রাণী সরকার।

স্বাধীনতা আমার

>> পৃষ্ঠা ৮ এর পর

বইটির যে অধ্যায়টিকে আমি সর্বাধিক কৃতিত্ব দেব তার শিরোনাম 'স্বাধীনতা আমার ভালো লাগে না'।

বইটির নামকরণও এ অধ্যায়টির নাম থেকেই করা হয়েছে। গণমাধ্যমের জন্য রাষ্ট্রস্বীকৃত স্বাধীনতার গুরুত্ব, সে স্বাধীনতার ব্যাপ্তি, সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্বশীলতা এবং বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি লেখকের স্পষ্ট মতামত উঠে এসেছে এ লেখাটিতে। পৃথক একটি কলামে বিশ্বজিৎ হত্যার জের টেনে তিনি বলেন সাংবাদিকরা তাদের নৈতিকতার প্রতি সৎ থাকলে এবং অতিরিক্ত ফুটেজপ্রীতি না দেখালে হয়তো বিশ্বজিতের জীবনরক্ষা করা সম্ভব হতো। স্বাধীনতার নামে সাংবাদিকদের যথেচ্ছাচার ও চাঁদাবাজির পাশাপাশি তিনি আলোকপাত করেছেন চাঞ্চল্যকর সাগর-রুণি হত্যা মামলা বিষয়েও। তার মতে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক এ সাংবাদিক দম্পতির হত্যারহস্য উদঘাটণ করলেও সৎসাহসের অভাবে জনসম্মুখে তা প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছেন। এখানে লেখকের মতামতের সঙ্গে তার অবস্থানের একটি সূক্ষ বৈপরীত্য লক্ষণীয়। কেননা এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান কর্তৃক সাগর-রুণীর চরিত্র সম্পর্কে করা অপ্রত্যাশিত এবং অগ্রহণযোগ্য মন্তব্যগুলো বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে জনমনে বিদ্বেষ তৈরি করলেও প্রভাষ আমিনের লেখায় এ বিষয়টির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি পাঠক হিসেবে আমাদেরকে কিঞ্চিত অবাক এবং খানিকটা হতাশ করে।

হতাশার কথা যখন এলো, তখন আরও দু'একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রাসঙ্গিক মনে করি। লেখক হিসেবে পূর্ণ স্বাধীনতা আছে জানা সত্ত্বেও প্রশাসনের সমালোচনা করতে গিয়ে দু'এক জায়গায় তার বাক্যের খোলা তলোয়ার কিছুটা বেপরোয়া হয়ে গেছে বলে বোধ করি। একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। 'আমরা অপরাধী, আমরা লজ্জিত' (২৪ নভেম্বর ২০০৩) শীর্ষক কলামে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পর্কে তাঁর উক্তিটা ছিলো এরকম, 'এয়ারে থাকতে থাকতে আমাদের এয়ার ভাইস মার্শালের মাথায় যে বাতাস ছাড়া আর কিছু নেই, সেটা দেশবাসী ভালোই বুঝেছে। বোঝেননি শুধু প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।'

হয়তো সময়ের প্রেক্ষাপটে কথাগুলো যুক্তিযুক্ত ছিল, কিন্তু আজ তার মাপের লেখকের কাছ থেকে এ ধরণের বাক্যচয়নকে কিছুটা দৃষ্টিকটুই বলবো আমি। পুরো সংকলনে অন্তত চার জায়গায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ধন্যবাদসূচক বাক্যের ব্যবহার এবং একই সঙ্গে বেগম জিয়ার প্রতি এ ধরণের বাক্যের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি কিছু পাঠকের নেতিবাচক ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে।

প্রভাষ আমিনের উদারতার উপর ভরসা করে লেখা অর্বাচীন এক পাঠকের দুঃসাহসিক (এবং কতকটা ধৃষ্টতাপূর্ণ) এ সমালোচনাগুলো আমলে না আনলে 'স্বাধীনতা আমার ভালো লাগে না' একটি তাৎপর্যবহ কলামসংকলন। ভবিষ্যত সংবাদকর্মীদের জন্য একটি অবশ্যপাঠ্য নির্দেশিকা তো বটেই, আমার বিশ্বাস সচেতন নাগরিকের জন্য আজকের বাংলাদেশের একটি খণ্ডচিত্র হিসেবে কাজ করবে এ বই, সেই সঙ্গে পাঠকের মনেও প্রভাষ আমিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন যথাযথ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

কুরোসাওয়া'র অনন্য এক সৃষ্টি

>> পৃষ্ঠা ৮ এর পর

রশোমনে জটিলতা আছে, আছে জাপানী সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব এবং এমনকি ভয়ংকরতম ডাকাতের একজন সাধারণ নারীর কাছে ভালবাসা ভিক্ষে করার ব্যাপারও আছে। ধর্ষিতার প্রতি পুরুষসুলভ মানসিকতা আছে। পুরো ছবি জুড়ে কাজু মিয়াগায়া'র অসাধারণ চিত্রগ্রহণ বেশ লক্ষণীয়। তাজোমারো চরিত্রটি অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তোশিরো মিফুনে। সামুরাই স্ত্রীর ভুমিকায় মাসিকো কায়ো ছিলেন অনবদ্য। ছবির আবহ সংগীত ও দৃশ্যভাবনা দর্শককে পথপ্রদর্শণ করেছে কাহিনীর একদম ভেতরে যেতে। আকিরা কুরোসাওয়াকে এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম পরিচালক এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার বলা হয়। তার শিল্পে নান্দনিকতা লক্ষণীয়। রশোমন তাঁর সার্থক শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। পাশাপাশি নিঃসন্দেহে সর্বকালের সেরা চলচ্চিত্রগুলোরও একটি।

দুই চাকার যাত্রা কাহিনী

ঘুরে এলাম নাটোর থেকে

■ নাইম মোস্তাফিজ

৫ দিনের হরতাল। মিডটার্ম শেষ। বাসায় বসে থাকা ছাড়া কোন কাজ নেই। আমি, আমার ভাই জিসান আর শিবলী মামা তিনজন ঠিক করলাম ঘুরতে যাব। একে তো ঘোরা, তাও আবার হরতাল! প্ল্যান যেহেতু আমার তাই ভরসা দিলাম রাস্তা ফাকা থাকবে। কোন সমস্যা নাই।
যাত্রার দিন ঠিক হলো মঙ্গলবার, গত বছরের ১২ নভেম্বর। গন্তব্য নাটোরের উত্তরা গণভবন। ছোটবেলা থেকে নাটোরের কাচাগোল্লা আর চলনবিলের কথা শুনে খুব আগ্রহ তৈরি হয়েছিল ঘুরতে যাবার। যাত্রাপথ গুগল ম্যাপ অনুযায়ী দু'শো পাঁচ কিলোমিটার। আগেই বলে নিই, আমি ২০১১ মডেল এর সিবিজেড এক্সট্রিম চালাই। আমি সিবিজেড কিনেছিলাম হাইওয়েতে রাইড দেয়ার জন্যেই মূলতঃ।

প্রস্তুতিপর্ব

নভেম্বর মাস, শীত আসি আসি করছে। চমৎকার আবহাওয়া, হালকা ঠান্ডা বাতাস, রোদ-এর তাপটা খুব বেশি না। সবাই হাই নেক উইন্ড ব্রেকার, জুতা, হেলমেট, রাইডিং হ্যান্ড গ্লাভস পরার সিদ্ধান্ত নিলাম। ব্যাকপ্যাকে নিলাম হালকা পোশাক, পানির বোতল। যাত্রার আগের দিন টায়ারের এয়ার প্রেসার চেক করে নিলাম। মবিলটাও চেঞ্জ করলাম।

অতঃপর যাত্রা

রাত এ মামার বাসায় তিনজন ছিলাম। ঘুম থেকে উঠলাম ভোর ৬টায়। ফ্রেশ হয়ে বাসা থেকে বের হলাম ঠিক পৌনে সাতটায়। মিরপুর রোড এ ঢুকতেই পুলিশ চেক পোস্ট, দেরী না করে দ্রুত শরীর চেক করে ছেড়ে দিল। সকাল ৭টার দিকে ট্যাঙ্ক পুরে তেল নিলাম রূপসী বাংলা হোটেলের উল্টোদিকের গ্যাস স্টেশন থেকে। সব ফিটফাট। ৫০-৬০ এর গতিতে যাত্রা শুরু করলাম ঢাকা ছাড়ার উদ্দেশ্যে। কিছুদূর যেতে না যেতেই গাবতলীতে আবার পুলিশ চেক পোস্ট। হরতালের সময়, পুলিশকেই বা দোষ দেই কিভাবে। চেকিং শেষে আবার রওয়ানা হলাম গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। সকাল ৮ টা নাগাদ খানিক বিরতিতে সকালের নাস্তা। ঝটপট নাস্তা সেড়ে সোয়া ৮টার দিকে আবার যাত্রা শুরু। এবার গতি সবারই কিছুটা বেশি, ৮০'র কাছাকাছি প্রায়।

সাভার ইপিজেড-এ গার্মেন্টস কর্মীরা ভাংচুর করতে পারে হরতালের সমর্থনে। এ আশংকায় আমরা পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কালিয়াকৈর বাইপাস সড়ক ব্যবহার করলাম, যা আমাদের সরাসরি পৌছে দেবে টাঙ্গাইলে। যমুনা সেতুর খানিক আগে এলেঙ্গা রিসোর্টে সকাল সোয়া দশটা নাগাদ কফি বিরতি। কফি বিরতি আর খানিক বিশ্রাম শেষে পৌনে এগারোটার দিকে আবার রওয়ানা হলাম গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। পথে সিএনজি অটোরিক্সা আর হাটবাজারের বদৌলতে গাড়ির গতি বারবারই কমাতে হচ্ছিল বাধ্য হয়ে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যে হরতালের জন্যে শংকিত ছিলাম তার ছিটেফোটা কোথাও দেখলাম না। যমুনা সেতু পার হয়ে সাড়ে এগারোটার দিকে খানিক পানি বিরতি। সূর্য তখন মাথার উপর, রাস্তা পুরো ফাঁকা। আমরা ঠিক করেছিলাম ৮০'র উপরে গতি উঠাবনা কখনোই। তাই চালাতে থাকলাম পূর্বনির্ধারিত গতিতে।

ঢাকা–সিরাজগঞ্জ হাইওয়েতে কোন সমস্যা ছাড়াই চলতে থাকলো আমাদের বাইক। রাস্তার ব্যবহার যে মানুষ কতভাবে করতে পারে এ যাত্রার কল্যাণে তা টের পেলাম। ঢাকা–রাজশাহী হাইওয়েতে অনেক সময় পর মানুষের দেখা পেলাম। তারা ব্যস্ত রাস্তায় ধান শুকাতে আর ধান ভানতে। হরতাল এর আলামত দেখতে পেলাম এ রাস্তায়। কিছুদূর পরপর আগুন দিয়ে টায়ার পোড়ানোর চিহ্ন আর ইট দিয়ে রাস্তা বন্ধ করার চেষ্টা। নাটোর হাইওয়েতে কিছু লোকের জমায়েত দেখে থেমে গেলাম প্রায় আধাকিলোমিটার আগে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বুঝতে পারলাম এরা ভয় পাবার মতো কেউ না। কিছু ছেলে ক্রিকেট খেলছে আর উৎসাহী জনতা তা দেখার জন্য ভিড় করেছে রাস্তার ওপর। নাটোর-এর উত্তরা গণভবন যখন পৌছালাম, ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিকঠিক দুপুর ১টা।

> যে হরতালের জন্যে শংকিত ছিলাম তার ছিটেফোটা কোথাও দেখলাম না। যমুনা সেতু পার হয়ে সাড়ে এগারোটার দিকে খানিক পানি বিরতি। সূর্য তখন মাথার উপর, রাস্তা পুরো ফাঁকা।

মধ্যাহ্নবিরতি

উত্তরা গণভবন হলো রাজার বাড়ি, বর্তমানে ব্যবহার হচ্ছে সরকারী কার্যালয় হিসেবে। টিকিট কিনলাম ১০ টাকা দিয়ে। গেটের দাড়োয়ান জানান দিলেন, মোটরসাইকেল বাইরে রাখতে। হরতালের সময় বাইরে রাখাটা ঠিক হবে না দেখে কর্মচারীদের অনুরোধ জানালাম। বললাম, আমরা ঢাকা থেকে এসেছি। মোটর সাইকেল চালিয়ে এসেছি শুনে চোখ কপালে উঠলো তাদের! অতঃপর অনুমতি সাপেক্ষে গেটের খানিকটা ভেতরে বাইক রেখে ঘুরে দেখতে লাগলাম। ছবিও তুললাম। এখানে আসার আগেই শুনেছিলাম রাজার বাড়ির বিশাল দিঘির কথা। দিঘির ফটকে প্রবেশ করতেই বিধি বাম! এখানে ঢুকতে হলে জেলা প্রশাসকের অনুমতি লাগে। তাই ব্যর্থ মনোরথে উল্টো যাত্রা। নাটোরের কাচাগোল্লা খেলাম, অমৃত মনে হলো আমার কাছে।

ফিরতি পথে যাত্রা

ঘড়িতে দুপুর আড়াইটার কাছাকাছি। ইচ্ছে ছিল আলো থাকতেই ঢাকা পৌছানোর। শীতকালে আলো থাকে সর্বোচ্চ বিকেল পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা অব্দি। আমরা যেহেতু স্পীড লিমিট ছাড়াবো না, তাই আর দেরি না করে যাত্রা শুরু করলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। ঠিক করলাম সন্ধ্যার আগে পৌছুতে হলে প্রথম একশ কিলোমিটার এর আগে কোন থামাথামি নেই। বিকেল চারটার দিকে যমুনা সেতু পার হলাম। ব্রীজের উপর খানিকটা থেমে ছবিও তুলে নিলাম সুযোগ বুঝে। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু না হলেও খুব বুঝতে পারছিলাম, শীতটা ক্রমশই বাড়ছে। গলা ভেজাতে কিছু সময়ের জন্যে থামলাম যমুনা রিসোর্টের উল্টোদিকের চায়ের দোকানে। পুরো রাস্তায় আমার বাইক দুর্দান্ত চললেও শেষ কিছুক্ষণ ধরে বেশ ভাইব্রেশন দিচ্ছিল। ইঞ্জিন-এ হাত দিয়ে বুঝলাম এর আসলে বিশ্রাম দরকার। সিদ্ধান্ত নিলাম মিনিট বিশেক ইঞ্জিনটাকে বিশ্রাম দেয়ার। ফুয়েল মিটারে দেখলাম রিজার্ভ–এ ২ লিটার বাকি আছে। আর ঢাকা যেতে বাকি এখনও প্রায় ১০০ কিলোমিটার। সাধারণত শহরের রাস্তায় আমার বাইক প্রতি লিটার তেলে ৪০ কিলোমিটার দৌড়ায়। সে হিসাবে ১০ লিটারে ৪০০ কিলোমিটার যাবার কথা থাকলেও হাইওয়েতে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি লিটারে ৩৫ কিলোমিটার।

সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা নাগাদ চন্দ্রা পৌছালাম। আমার ভাইটার হেলমেটের গ্লাস পরিস্কার না থাকায় চালাতে পারছিলোনা স্বাচ্ছন্দে। তার উপর ঠাণ্ডা তো আছেই। কফি খেলাম, অসাধারণ লাগলো কিন্তু পরক্ষণেই রাজ্যের ঘুম এসে যেন ভর করতে লাগলো চোখের পাতায়। সম্ভবত ঘরে ফেরার সুখে। আর মাত্র ৪০ কিলোমিটার পথ বাকি। কিন্তু গার্মেন্টস ছুটির সময় বলে পথে হাঁটা মানুষের চাপ। একইসাথে হরতাল শেষ হয়ে আসায় গাড়ির চাপও খানিকটা বেড়েছে রাস্তায়। তাই খানিকটা গতি কমিয়েই রাখতে হচ্ছিলো শেষ পথটুকু। রাত আটটার দিকে গাবতলী এসে পৌছালাম। দুর্দান্ত গতিময় একটা দিনের শেষে বাড়ি ফিরলাম সবাই।

পুস্তক সমালোচনা

স্বাধীনতা আমার ভালো লাগে না

প্রভাষ আমিন

■ নাঈম রিজভী

প্রাজ্ঞ সংবাদকর্মী প্রভাষ আমিনের কুড়ি বছরের সাংবাদিক জীবনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা বিক্ষিপ্ত বিষয় সম্বলিত অথচ চমৎকারভাবে সন্নিবেশিত ও সময়ের সঙ্গে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক একগুচ্ছ সুনির্বাচিত কলামের সংকলন 'স্বাধীনতা আমার ভালো লাগেনা'।

আধুনিক সাংবাদিকতার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, সমাজের প্রতি একজন সাংবাদিকের দায়বদ্ধতা, সাংবাদিকের নৈতিকতা, অধিকার, ক্ষমতা এবং সেগুলোর অপব্যাবহারের নানা চালচিত্রের সমান্তরালে নানা সময়ে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, সামাজিক-অর্থনৈতিক অপকর্ম, বিভিন্ন সময়ে সরকারের অনুসৃত বিভিন্ন অপনীতি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অসততা, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণসহ নানা বৈচিত্রময় বিষয়ে তথ্য প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ এ বইটি।

আগেই বলা হয়েছে 'স্বাধীনতা আমার ভালো লাগেনা' কোন গতানুগতিক প্রবন্ধ সঙ্কলন নয়, অন্তত লেখার ধরণ এবং সন্নিবেশণ বিচারে। মূলত পত্রপত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে লিখিত কলামের সংকলন বলে এ গ্রন্থের বিষয় এককেন্দ্রিক নয়, বরং বহুমাত্রিক ও বিচিত্র। আপাতদৃষ্টে সরল ও ভাবগাম্ভীর্যহীন লেখা মনে হলেও অভিজ্ঞ এ সাংবাদিক তার লেখায় এড়াতে পারেননি বাংলাদেশের ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যের সংযোজন। প্রতিটি কলামের ছত্রে ছত্রে তিনি জুড়ে দিয়েছেন আমাদের ইতিহাসের নানা অপরিহার্য অধ্যায়, যেগুলো পাঠককে তার সুখপাঠ্য বাক্যশৈলীর গুণে টেনে নিয়ে যায় গোড়া থেকে শেষ অব্দি।

প্রভাষ আমিনের লেখায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও সমকালীন যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবিতে শহীদ জননী জাহনারা ইমামের সঙ্গে অতিবাহিত আন্দোলনমুখর দিনগুলোর স্মৃতিচারণ একদিকে এদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে তার অবস্থানকে যেমন সুস্পষ্ট করে, তেমনি বিরোধীদলীয় নেতার মৃত্যুতে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীর শোক প্রকাশের উদাসীনতা, ঋণখেলাপীদের প্রতি মন্ত্রীদের পক্ষপাত, গণমাধ্যমের উপর কর্পোরেট সংস্কৃতির আগ্রাসন, লোভী আবাসন প্রকল্পের মালিকের অমানবিকতা, মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বাণিজ্য এবং ধৃত রাজনীতিবিদের নির্লজ্জ প্রহসন, রাষ্ট্র পরিকল্পিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধেলেখা কলামগুলো সূচিত করে লেখকের পেশাগত সততা। স্থানে স্থানে লেখকের স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রুপপূর্ণ রসিকতা আমাদেরকে দেয় নির্মল অথচ অর্থবহ আনন্দ। লেখকের রসবোধের একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আন্দোলনকারী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্য পুলিশের আধুনিক অস্ত্র হল 'পিপার স্প্রে' বা মরিচের গুঁড়া। নাগরিকদের উপর এরকম অভিনব অস্ত্রের ব্যবহার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেই সম্ভব। লেখক তার 'ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে' শীর্ষক লেখায় লিখেছেন:

'তবে পুলিশকে এখন যদি কেউ 'মরিচের গুড়া পার্টি' বলে ডাকে আশা করি তারা মাইন্ড করবেন না। ড. মখা আলমগীরকে মরিচের গুড়া চক্রের নেতা বললেও আশা করি তিনি মনে কিছু নেবেন না।'

প্রভাষ আমিনের লেখায় বিচারবহির্ভূত হত্যা বা ক্রসফায়ার-এর বিপক্ষে তার দৃঢ় অবস্থান টের পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তার একাধিক কলাম বইটিতে স্থান পেয়েছে। তিনি একে নিছক খুন আখ্যা দিয়ে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (২০০১-২০০৬) লুৎফুজ্জামান বাবর এবং র‍্যাবকে এর প্রধান হোতা হিসেবে দায়ী করেছেন। পরিসংখ্যানে উল্লেখ করেছেন বিগত সাত বছরে ৭০০ মানুষ এ হত্যাকাণ্ডের শিকার। এ ব্যপারে তার মতামত, মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলা যেমন কোন সমাধান নয়, তেমনি অপরাধীদের সংশোধনের সুযোগ না দিয়ে তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করাও মানবতাবিরোধী।

বইতে চোখে পড়ার মত লেখকের আরেকটি আগ্রহের বিষয় ইন্ডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বা দায়মুক্তি অধ্যাদেশ। তিনবার বিশেষ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জারি করা সামরিক অধ্যাদেশ, বিশেষত অপারেশন ক্লিনহার্ট নামক সর্বশেষ সামরিক হস্তক্ষেপের (অক্টোবর, ২০০৩) বিরুদ্ধে লেখকের অবস্থান লক্ষণীয়। এছাড়াও এক-এগারো পরবর্তী রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং গণমাধ্যমের অধিকার খর্ব করার বিষয়গুলো সম্বন্ধেও লেখকের আগ্রহ উদ্দীপক সমালোচনা সচেতন পাঠকের দৃষ্টিগোচর হবে। তিনি তার বইতে উল্লেখ করেছেন–সে সময় টেলিভিশনের টকশোগুলোর আমন্ত্রণে আসা অতিথিও নির্ধারিত হত একটি বিশেষ মহলের সিদ্ধান্তে। এরকম ছোটোখাটো অজস্র গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসম্বলিত এ বইটি সাংবাদিকতা তথা বাংলাদেশের ইতিহাস-সচেতন এবং উৎসাহী পাঠকের জন্য

একটি উৎকৃষ্ট ব্যালান্সড ডায়েট হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ব্যাপারটি ঘুরে ফিরে তার লেখায় এসেছে বেশ কয়েকবার। জামায়াত-বিএনপি জোট সরকারের আমলে উত্তরবঙ্গে বাংলা ভাইয়ের জঙ্গী তৎপরতা, সাম্প্রতিক সময়ের রামু'র বৌদ্ধবিগ্রহে আক্রমণ বিষয়ক কলামগুলোতে তিনি বারবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে বিনম্র ক্ষমা চেয়েছেন। আবেগ জড়িত তার লেখাগুলোতে ফুটে উঠেছে আক্রান্তদের প্রতি সহমর্মিতা এবং ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠীর প্রতি তীব্র ঘৃণা। সাংবাদিকগণ সাধারণত তাদের লেখায় শুধু বস্তুনিষ্ঠ ঘটনাকে তুলে ধরেন, আবেগের বাহুল্য বর্জনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তার বিশ্বাস সাংবাদিকের চেয়েও বড় পরিচয় তিনি একজন মানুষ। সেসব ক্ষেত্রে মানবিক আবেগকে তার লেখায় তিনি বর্জন করেননি, বরং পাঠকের মনে হবে আবেগপ্রসূত সে লেখাটিই সময়ের সঙ্গে যথার্থ।

>> পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৩

চলচ্চিত্র পর্যালোচনা

রশোমন

কুরোসাওয়া'র অনন্য এক সৃষ্টি

■ এ এস এম রিয়াদ আরিফ

শিল্পের অন্যতম একটা লক্ষ্য যদি হয় পাঠক কিংবা এর দর্শকদের মাঝে একটা ধুম্রজাল সৃষ্টির, কিংবা কৌতুহল তৈরির, আকিরা কুরোসাওয়া'র 'রশোমন' সেক্ষেত্রে সফলতম সৃষ্টিগুলোর একটি ।

এক ঘণ্টা আঠাশ মিনিটের এ চলচ্চিত্রকর্ম দেখার পর দর্শককে বিচারকের আসনে বসতে হয়, অনুভূতিকে জাগাতে হয়, চলচ্চিত্রে বর্ণিত সত্য উদঘাটনে। সত্য যা কুরোসাওয়া সরাসরি বলে দেননি তার গল্পে।

রশোমন, আকিরা কুরোসাওয়া'র একেবারে প্রথম দিককার সৃষ্টিগুলোর একটি । সম্ভবত সেরা সৃষ্টিগুলোর মধ্যেও অন্যতম। আকুতাগোয়ার 'রশোমন' এবং 'ওহ ধ এৎড়াব' এ দু'টি গল্পের উপর দাঁড় করানো কুরোসাওয়া'র রশোমন জাপানী চলচ্চিত্রকে 'ডবংঃবৎহ ডড়ৎষফ' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। কাইয়েত শহরের রশোমন গেট–এ গল্পটি বর্ণনা করা হয়েছে বলে চলচ্চিত্রটির এমন নামকরণ।

ছবির শুরুতেই দেখানো হয় রশোমন গেট–এ দাঁড়ানো তিনজন মানুষকে। ঝুম বৃষ্টির দিন। একজন ধর্মযাজক, একজন কাঠুরে এবং আরেকজন ব্যক্তি। ছবির পুরো গল্পই প্রবাহিত হয়েছে এ তিনজনের বর্ণনায় । বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল এক সামুরাই কৃষক আর তার সুন্দরী বউ । হঠাৎ তাদের পড়তে হয় ভয়ংকর ডাকাত তাজোমারুর কবলে। তাজোমারুর লালসার শিকার হয় কৃষকবধূ। তাজোমারু কৃষককে বেঁধে রেখে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে। গল্পের এক পর্যায়ে কৃষক খুন হয়। কিন্তু কে তাকে খুন করলো? দস্যু তাজোমারু? তার স্ত্রী? নাকি ঘটনাটি নিছকই আত্মহত্যা?

কুরোসাওয়া এবার ঘটনাক্রমকে নিয়ে যান বিচারালয়ে। যেখানে এ তিনজন তিন রকমভাবে বর্ণনা করেন খুনের ঘটনাটিকে। অবশেষে মৃত কৃষকের আত্মাকে ডাকা হয়। সে আরেক রকমভাবে বর্ণনা করে ঘটনার। এখানেই ছবির ক্লাইমেক্স এবং পরিচালকের মুন্সিয়ানা। নির্দিষ্ট করে বোঝার উপায় নেই যে আসলে কোনটি সত্য। কুরোসাওয়া'র গল্প বলার ধরন একেবারেই আলাদা। প্রচলিত খরহবধৎ বা সরলরৈখিক ধারায় গল্প বলেন না তিনি। এজন্য দর্শককে দিতে হয় শতভাগ মনোযোগ। এ মনোযোগ তিনি আদায় করতে পেরেছেন তার রশোমনে। বলা যায় আদায় করে নিয়েছেন। সবাই পারেন না, আকিরা কুরোসাওয়া'র মতে যারা তারা পারেন। তাই তাদের শিল্পই কালক্রমে হয়ে ওঠে মহৎ সৃষ্টিকর্ম।

>> পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৩

বিশেষ সাক্ষাৎকার

আপন আলোয় উজ্জীবিত শিল্পী

মুস্তাফা মনোয়ার

মুস্তাফা মনোয়ার, এখনকার তরুণদের অনেকেরই শৈশব কেটেছে যার করা পাপেট শো 'মনের মানুষ' দেখে। আপাদমস্তক চিত্রশিল্পী, ভাস্কর আর শিক্ষকের পরিচয় ছাপিয়ে একজন পরিপূর্ণ মানুষ। জীবনের অধিকাংশ সময় কাজ করেছেন শিশুদের জন্য। গুণী এ মানুষ তাঁর জীবনের নানা অধ্যায় নিয়ে কথা বলেছেন 'দ্য ইউল্যাবিয়ান' এর **ফারিয়া সুলতানা চৈতি**'র সাথে। তারই অংশ বিশেষ তুলে ধরা হল আজকের সাক্ষাৎকার বিভাগে।

ইউল্যাবিয়ানঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র থেকে আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার গল্পটা...

মুস্তাফা মনোয়ারঃ মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমি অনেক ছোট। যুদ্ধের খবর দেখে দেখে বাসায় পড়ে থাকা পাইপ, লোহার তার ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন এয়ারক্রাফট গান বানাতাম। এছাড়াও অনেক কিছু গড়বার শখ ছিল। আঁকাআঁকি তো করতামই। আমার বড় ভাই ক্যাপ্টেন মুস্তাফা আনোয়ারের কথা মতন স্কটিশ চার্চ কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হবার জন্য যাই। সেখানে চান্স পাওয়া অনেক দুস্কর ছিল। কিন্তু ওখানকার প্রিন্সিপাল আমার আঁকা-আঁকি'র হাত দেখে ভর্তি করে নিলেন। ওখানকার পড়াশুনাও আমার ভালই লাগতো। কিন্তু অংকটা ছাড়া। ওই অংকগুলো আমি ঠিক বুঝতামনা। ওখানে আবার নিয়ম ছিল মাসে একবার করে একটা পরীক্ষা হবে এবং ৮০'র বেশি পাওয়া নাম্বারের খাতা গুলো দেখানো হবে ক্লাসে সবার সামনে। সেরকম একদিন খাতা দেয়ার সময় আমারও নাম ডাকা হল, আমার পরীক্ষা খারাপ হবার পরেও নাম ডাকায় আমি একটু অবাক হই। পরে স্যার ধমকের শুরে বললেন আমি মাত্র ৪ পেয়েছি। এ কথা শুনে বেজায় হাসি পায় আমার। কারণ, আমার জানামতে ৪ পাবারও কথা না আমার। সেখানে কোন অংক যে ভুল করে ঠিক করে ফেলেছিলাম সে পরীক্ষায় সেটাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। পরে একদিন আমার বাবা কবি গোলাম মুস্তাফার সাথে সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি গেলাম, সাথে নিয়ে গেলাম আমার আঁকা কিছু ছবি। সেগুলো দেখে তিনি অনেক প্রশংসা করলেন। মূলত তাঁর প্রশংসাই আমাকে অনেক অনুপ্রাণিত করে। তাছাড়া তখন সৈয়দ মুজতবা আলিও আমাকে অনেক উৎসাহ দিতেন। পরে তিনি নিজেই সাথে করে নিয়ে আর্ট কলেজে যান আমাকে সেখানে ভর্তি করাতে। ওখানে ততদিনে ৪ মাস পার হয়ে গিয়েছিল ভর্তির। কিন্তু আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল শিল্পী রমেন চক্রবর্তী আমার আঁকাআঁকির হাত দেখে ভর্তি করে নিলেন। সেদিন থেকে শুরু হল আমার শিল্পী জীবন।

ইউল্যাবিয়ানঃ আর্ট কলেজে পড়াকালীন সময়ের কিছু কথা...

মুস্তাফা মনোয়ারঃ আর্ট কলেজের শুরু থেকেই আর্ট ছাড়াও আরও অনেক মাধ্যমের সাথে জড়িত ছিলাম। নাটক, গান সব করতাম। নির্মলেন্দু চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এদের সাহচর্যে আমার সে সময় কেটে যেতো খুব ভালোভাবেই।

ইউল্যাবিয়ানঃ আর্ট কলেজে পড়াকালীন কিছু প্রাপ্তি...

মুস্তাফা মনোয়ারঃ তখন ইন্টার কলেজিয়েট আর্ট কম্পিটিশনে দু'টি শাখাতেই আমি গোল্ড মেডেল পাই। পরে অল-ইন্ডিয়া আর্ট এক্সিবিশনেও একটি গোল্ড মেডেল পাই। এছাড়াও আরও বেশ কিছু পুরস্কার আছে প্রাপ্তির খাতায়। তবে আমার কাছে পুরস্কার বড় কথা নয়, সবার উৎসাহটাই অনেক বড় প্রাপ্তি।

ইউল্যাবিয়ানঃ আর্ট কলেজে পড়াশোনা করার সময় যাদের সান্নিধ্য এখনও ভুলতে পারেন না...

মুস্তাফা মনোয়ারঃ আর্ট কলেজের শুরুর দিকে সত্যজিৎ রায়ের সাথে কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এছাড়া হরেন চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা, ওস্তাদ ফাইয়াজ খাঁ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নৃত্যশিল্পী ইন্দ্রানী বোস, এদের সান্নিধ্য আমার জন্য অনেক মূল্যবান ছিল।

ইউল্যাবিয়ানঃ আপনিতো ভালো কার্টুনও আঁকতে পারেন। কার্টুন আঁকার অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু বলুন...

মুস্তাফা মনোয়ারঃ আমি ছোটবেলা থেকেই কার্টুন আঁকতে পছন্দ করতাম। ক্লাস নাইনে পড়ার সময়, দেশ তখন উত্তাল ভাষা আন্দোলনে। রাজপথে মিছিল বের হয়, একদিন মিছিলে গুলিবর্ষণ হয়। সেটা দেখে আমার মনেও চিন্তা হয়, আমিতো কার্টুন আঁকতে পারি। এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে সারারাত জেগে কার্টুন আঁকতাম আর দেয়ালে দেয়ালে লাগাতাম। একদিন পুলিশ এল আমাদের ধরতে। ধরে নিয়ে গিয়ে পেটানো শুরু করল। তখন একজন নেতা ছিল নাম শফি, সে আমাদের জড়িয়ে ধরে নিজে সবগুলো মার খেয়েছিল।

ইউল্যাবিয়ানঃ আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে শিক্ষকতায় আসলেন। সে বিষয়ে যদি কিছু বলতেন...

মুস্তাফা মনোয়ারঃ আর্ট কলেজে পড়ার সময় একদিন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আমাদের বাসায় এলেন। তিনি আমার আঁকাআঁকি দেখে বললেন, পড়াশোনা শেষে আমি যেন তাঁর আর্ট কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেই। তাই করলাম। শুরু হল আমার শিক্ষকতা। পরে আমি বাংলাদেশে এসেও শিক্ষকতার সাথেই ছিলাম।

ইউল্যাবিয়ানঃ শিক্ষকতার বাইরে আপনার কর্মজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

মুস্তাফা মনোয়ারঃ বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপ-মহাপরিচালক ছিলাম বেশ কয়েক বছর। এরপর শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক, জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক, বিএফডিসিতেও কর্মরত ছিলাম।

ইউল্যাবিয়ানঃ আপনার অধিকাংশ কাজই শিশুদের নিয়ে। এর পিছনে কোন বিশেষ কারণ?

মুস্তাফা মনোয়ারঃ আমি যখন অনেক ছোট, তখন আমার মা মারা যান। তারপর থেকেই বাবা ও বোনদের কোলেপিঠে মানুষ হয়েছি। কিন্তু মায়ের অভাব সারাজীবনই অনুভব করেছি। সে ছোট্ট মনের আকুতি মনে এখনও গেঁথে আছে। মুলত এ ব্যাপারটি থেকেই আমি ছোটদের প্রতি অন্যরকম একটা ভালবাসা অনুভব করি। একটি শিশুর মূল শক্তি তার কল্পনায়। কিন্তু আমাদের সমাজ তা একদমই বিকশিত হতে দিচ্ছেনা। তাদের উপর সবকিছু চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাই তাদের কল্পনা শক্তি যদি একটুখানি হলেও বৃদ্ধি পায়, সে চেষ্টাই আমি বরাবর করে যাচ্ছি।

ইউল্যাবিয়ানঃ আপনার পাপেট নিয়ে কাজ করা ও 'মনের মানুষ' প্রসঙ্গে কিছু বলুন।

মুস্তাফা মনোয়ারঃ আসলে পাপেট হল আমাদের দেশের আদি ঐতিহ্য। কিন্তু একসময় এটি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিলো। এছাড়া ছোটদের মনে অন্য সবকিছুর আগে পাপেট ঢুকে যায় তাড়াতাড়ি। তারাও ছোট, পাপেটও ছোট। সাদৃশ্য খুঁজে পায়। আমার 'মনের মানুষ'-এ মূল চরিত্র ছিল একটা মেয়ে, যে গাইতে পারতো, নাচতে পারতো, আর সবচেয়ে বড় বিষয় সে কল্পনা করতে পারতো। সে অন্য সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকতো। এটাই আমার ম্যাসেজ ছিল ছোটদের প্রতি। তারা এ থেকে উৎসাহিত হয়ে নিজেরা নিজেদের মতো করে চিন্তা করতে পারতো। আর তখনকার সময় আরেকটি যে প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা হল ধর্ম। মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে সন্তানদের ঘরে আটকে রাখতো। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদেরকেও বোঝাতে চাইতাম যে সন্তানদের ঘরে আটকে রেখে কিছু শেখানো সম্ভব নয়।

ইউল্যাবিয়ানঃ ইউল্যাব–এ অনেক তরুণ-তরুণী পড়াশোনা করছে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগে। ছাত্রজীবনের শেষে আগামীতে দেশের মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করবে তাদের অনেকেই। তাদের কাছ থেকে আপনার প্রত্যাশা...

মুস্তাফা মনোয়ারঃ তোমাদের যারা মিডিয়ার দুনিয়ায় যেতে চাচ্ছে, তাদের জন্যে অনেক শুভ কামনা। তোমাদের বলতে চাই, আমরা যারা ভালো কিছু করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু শেষ করে যেতে পারছিনা তোমরা তার হাল ধরবে। যেহেতু তোমরা সংখ্যায় অনেক তাই তোমরা একজোট হলে সত্যিই ভালো কিছু করা সম্ভব। শুধু বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই না, সমাজের জন্যেও কিছু কাজ করবে। দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্যে কাজ করবে।

ইউল্যাবিয়ানঃ ভালো থাকবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ।

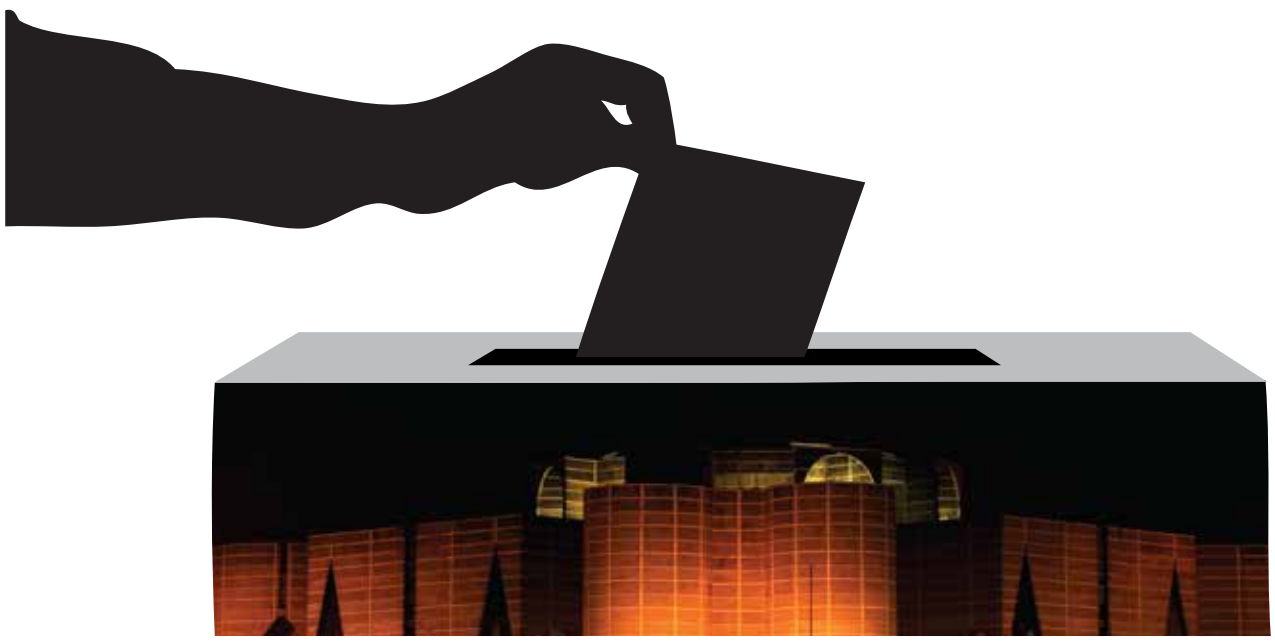

নতুন সরকারের কাছে তরুণদের প্রত্যাশা

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গণ উৎসব। গণমানুষ এ উৎসবে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নির্বাচিত করে জনপ্রতিনিধিকে। গত ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। গঠিত হল নতুন এক সরকার। নতুন সরকারের বিষয়ে তরুণদের সাথে কথা বলেছেন **সজল বি রোজারিও**। তরুণরাও জানিয়েছেন তাদের নানা প্রত্যাশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি আর আশাবাদের কথা।

ইরতিজা নাসিম সৌরভ
এমএসজে

দেশে প্রতিটি শ্রেণী, ধর্ম ও পেশার মানুষ যেন শান্তিতে থাকে এমন প্রত্যাশাই থাকবে নতুন সরকারের কাছে। পদ্মা সেতুসহ যে কাজগুলো অসম্পূর্ণ আছে সেগুলো যেন ভালোভাবে শেষ হয় এবং তার সাথে দেশের ও দেশের মানুষের কল্যাণে যেন কাজ করা হয় সে দিকে নজর দিতে হবে। এছাড়া ব্যক্তি বা দলের স্বার্থে কিছু না করে দেশের সকল মানুষের কথা চিন্তা করে উন্নয়নমূলক কাজ করার প্রত্যাশা থাকবে। প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে সকল শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু পুরনো নীতিমালা পরিবর্তন করে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির প্রত্যাশা থাকবে নতুন সরকারের কাছে। যেসব জায়গায় শিক্ষার আলো পৌছায়নি সেসব স্থানে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সরে এসে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার প্রক্রিয়াটিকে আনন্দময় করে তোলার মাধ্যমে পড়াশুনায় তাদের আগ্রহী করে তোলার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। অন্যদিকে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়াও খুব বেশি প্রয়োজন। দুর্নীতি প্রতিরোধে, দুর্নীতিবাজদের কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে।

তামান্না শান্ত
এমএসজে

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে ও পরবর্তী সময়ে দেশের পরিস্থিতি বেশ খারাপ ছিল। তাই এই সরকারের কাছে প্রথমে প্রত্যাশা থাকবে দেশের আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা। পাশাপাশি দেশকে হরতাল-অবরোধ-ধর্মঘটের মতো ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত করা। যেহেতু সরকার ক্ষমতায় চলে এসেছে তাই মধ্যবর্তী নির্বাচনের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বরাবরই যেমনটা হয়ে আসছে, ক্ষমতাসীন দল ও প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিরোধী দল ও বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের দ্বন্দ্ব ও বাকযুদ্ধ লেগেই থাকে। এ ধরণের সমস্যা থেকে বেরিয়ে এসে সমঝোতার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ যেন শেষ করতে পারে বর্তমান সরকার, এমন প্রত্যাশা থাকবে। একইসঙ্গে দেশের উন্নয়নের দিকে সরকারকে আরও মনযোগী হতে হবে। দেশীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্তি নিশ্চিত করাই শুধু নয় বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণের উদ্যোগও সরকারকেই নিতে হবে।

রুহুল আহমেদ চৌধুরী
এমএসজে

সংঘাতময় রাজনীতি থেকে নতুন সরকার যেন বিরত থাকে এমন প্রত্যাশা থাকবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কোনভাবেই যেন ক্ষুন্ন না হয় সে বিষয়টি মাথায় রেখে দেশ পরিচালনা করা উচিত। শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকারকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশ্ব বাজারের চাহিদার কথা চিন্তা করে দেশের গার্মেন্টস শিল্পের উন্নয়ন ও কাজের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোর উন্নয়নে উদ্যোগ নিলে পর্যটন শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। বিশেষ করে সচরাচর বাংলাদেশের ইতিহাসে যে বিষয়টি এপর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি তা হল পরপর দু'বার কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের পুনর্নির্বাচিত হওয়া। সে অসম্ভবটি যখন সম্ভব হয়ে গেছে তখন আগামী পাঁচ বছরের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ক্রমউন্নতির বিষয়ে আমার গভীর আশাবাদী হওয়া নিশ্চয়ই দোষের কিছু না। কিন্তু সেই ক্রমবর্ধমান আশার কতটুকু বাস্তব প্রতিফলন হয় সেটাই দেখার বিষয়।

মোরশেদ মিশু
সিএসই

পরপর দুই মেয়াদে ক্ষমতায় আসলে কাজ করার সময় বেশি পাওয়া যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এক সরকারের অসম্পূর্ণ কাজগুলো পরবর্তী সরকার অগ্রাহ্য করে থাকেন। যে কারণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দেখা দেয় দীর্ঘসূত্রিতা। বর্তমান সরকারের কাছে তাই আশা থাকবে তাদের বিগত শাসনামলের অসম্পূর্ণ কর্মকাণ্ডগুলো দ্রুততার সঙ্গে সম্পূর্ণ করা। এছাড়াও নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা থাকবে দেশের চলচ্চিত্র ও এফডিসির উন্নয়নে যত্নবান হওয়া। এফডিসির অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে যেন উন্নয়ন করা হয়। দেশের চলচ্চিত্রের কাজ যেন বিদেশ থেকে করিয়ে আনতে না হয়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই সিনেমা হল তৈরি ও হলে সিনেমা দেখার মত ভালো পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নজর দিতে হবে।

জাহিদুল ইসলাম আদনান
বিবিএ

বর্তমান সরকারের ক্ষমতায় আসার পথটা বিতর্কিত। হলেও ওটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে উচিত হবে সুযোগটাকে কাজে লাগানো। উন্নয়নমূলক কাজের প্রত্যাশা থাকবে নতুন সরকারের কাছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রেও উন্নয়ন করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নজর দিতে হবে। বর্তমান সরকারের বিগত পাঁচ বছরের শাসনামলে ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হানাহানি বেড়ে গিয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি ও হানাহানি বন্ধের পাশাপাশি শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সেশনজটমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের প্রত্যাশা থাকবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন শিক্ষার মান নিশ্চিতকরন।

জাহান ইফতেখার
এমএসজে

আশা করি বিগত সব সরকারের মতো এ সরকারও যেন কাজের পরিকল্পনার পাহাড় না বানায়। পরিবর্তে যেকোনও পরিকল্পনা গৃহিত হয়ে যেন বাস্তবায়নের মুখ দেখে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে দীর্ঘ ক্ষমতাকাল সরকারকে বিশেষ একটা সুবিধা এনে দেবে বলেই আমার বিশ্বাস। সবকিছুর পাশাপাশি লোডশেডিং-এর মতো বিষয়কে করায়ত্ব করা সম্ভব হলে সেটা হবে সরকারের অন্যতম সফলতা। শুধু লোডশেডিংই কেবল নয় পাশাপাশি বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমাণ মূল্যকে কিভাবে জনগণের সাধ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় সেটাও সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখা দেবে বলে মনে ময়। আর পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সঙ্গে নদীর পানিবণ্টন বিষয়েও যথেষ্ট ভাবার অবকাশ আশে বলেই মনে করি আমি।

তুলসীর গল্প

এ এস এম রিয়াদ আরিফ

সামান্য ফেরিওয়ালা হয়েও রুপলাল তার মেয়ে তুলসীর এখনও বিয়ে দেয়নি। এ নিয়ে পাড়ায় কান কথা হয়। সে সব কথা রুপলালের কানেও পৌঁছে। তবু তার ভাবান্তর হয় না। এমনিতে সারাদিন তার ঘরের বাইরেই কাটে। ফেরী নিয়ে বেড়িয়ে পড়তে হয় সেই ভোরে, সূর্যের সাথে পাল্লা দিয়ে। তারপর এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম। আলতা, লিপস্টিক, চুড়ি বিক্রি করে কাটে সারাদিন। ঘরের সবকিছু সামলাতে হয় রুপলালের বউ বেণুবালাকে।

সংসারের ঘানি টানতে টানতে তার মুখে বয়সের ছাপ স্পষ্ট। তারপর আবার তুলসী। কুড়ি পাড় করা একটা মেয়েকে ঘরে রাখা গ্রামীণ সংস্কৃতিতে যথেষ্ট বেমানান। তবে রুপলাল যে মেয়ের বিয়ে নিয়ে একেবারে ভাবে না তা নয়। কিন্তু ভালো ছেলের বাজারমূল্য বেশ চড়া। তার এক সময় খুব শখ ছিল মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবে। মেয়ে চাকরি বাকরি করবে। কিন্তু অনেক কষ্টে ক্লাস এইট পাশ করানো গেছে। তারপর তুলসীকে আর কিছুতেই স্কুলমুখী করা যায়নি।

এমনিতে তুলসীকে দেখতে শুনতে বেশ ভালোই বলা যায়। গাঁয়ের আর দশটা মেয়ের মতো ছিপছিপে কালো সে না। বেশ মজবুত দেহের গড়ন। এজন্য ওকে নানা রকম কুপ্রস্তাব আর বদনজরের শিকার হতে হয়েছে ছোটবেলা থেকেই। এখনও হতে হয়।

> দৌড়ে হাজী বাড়ির চৌকাঠে পা রাখে সে। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে তার। কিন্তু কাকে কী অভিযোগ দেবে, ভাষা খুঁজে পায়না তুলসী। শেষমেষ বাড়ির দিকে পা বাড়ায় সে। বাড়িতে ফিরে সারা দুপুর ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে

কিন্তু তুলসী মুখ বুজে সহ্য করে সব। তুলসী এমনই। খুব চাপা স্বভাবের। মুখ ফুটে কিছুই বলতে চায় না। ছোট বেলায় একবার শালুক তুলতে গিয়ে জোঁকে ধরেছিল। সারারাত যন্ত্রণা সহ্য করে গেছে তবু কাউকে জানতে দেয়নি। তুলসী আয়নাল হাজীর ছেলে জয়নালকে ভালোবাসে। মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। ধর্মের প্রাচীর তাদের ভালোবাসায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

বেণুবালা বেশ কয়েকবার ওকে এ পথ থেকে ফেরাতে চেয়েছে, পারেনি। তাদের এ অসম প্রেম চলছে প্রায় বছর পাঁচেক। জয়নাল ঢাকায় কি যেন একটা কোম্পানিতে চাকরি করে। টাকা পয়সা বেশ ভালোই রোজগার করে। চার-পাঁচ মাস পরপর গ্রামে আসে। আসার সময় তুলসীর জন্য স্নো, পাউডার, দামী পারফিউম নিয়ে আসে জয়নাল। তুলসীকে সে কথা দিয়েছে আর বছর খানেক পরে মোল্লা ডেকে ওকে বিয়ে করবে। তারপর দুজনে ঢাকায় চলে আসবে। দুই রুমের একটা বাসা নেবে। বেশ আলো-বাতাস ওয়ালা বাসা। তুলসী সেসব দিনের কথা ভাবে আর রাতের আকাশ দেখে। রাতের আকাশের তারারা মিটমিট করে জ্বলে তুলসীর স্বপ্নগুলোকে ঘিরে।

এভাবে দিন কাটতে থাকে। এরই মধ্যে তুলসী তার শরীরে আর একটা শরীরের অস্তিত্ব অনুভব করতে শুরু করে। কিন্তু কেন জানি বেশ কয়েক মাস হলো জয়নালের কোনও খবর নেই। তুলসী প্রতীক্ষায় থাকে। একদিন সকালে তুলসী শুনতে পায়, জয়নাল গেল রাতে নতুন বউ নিয়ে বাড়ি এসেছে। দৌড়ে হাজী বাড়ির চৌকাঠে পা রাখে সে। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে তার। কিন্তু কাকে কী অভিযোগ দেবে, ভাষা খুঁজে পায়না তুলসী। শেষমেষ বাড়ির দিকে পা বাড়ায় সে। বাড়িতে ফিরে সারা দুপুর ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে। বিকেল থেকে তুলসীকে কোথাও খুঁজে পায় না বেনু। আকাশের রঙ লাল হয়। গোধুলি হয়ে আসে, তাও বাড়ি ফেরার নাম নেই তুলসীর। অতঃপর সন্ধ্যায় বাড়ির পেছনের জলা মতন জায়গাটায় যে বিশাল অশ্বথ গাছটা, ওটার একটা বুড়ো ডালের সঙ্গে ঝুলতে দেখা যায় তুলসীর নিথর দেহটা। পুলিশী ঝামেলা এড়াতে সে রাতেই চিতায় ওঠে তুলসীর নিঃসাড় দেহ। রুপলালের চোখে জল নেই। সে একেবারে নিরব, নিথর। রাত কেটে আবার ভোর আসে। আলোর বিন্দু ছড়িয়ে যায় চারদিকে। দূরের মসজিদে আজান শোনা যায়। রুপলাল নিত্যকার নিয়মে বেড়িয়ে পড়ে তার ফেরির ডালা নিয়ে। উঠোনে বসে বেনু বালা শুধু কাঁদে।

কেমন আছে অপরাজিতা?

অপেক্ষার প্রহর গুনে চলেছে অপরাজিতা। সে আগের মতই। আবারও সে রাত জেগে কাজের পরিমান বেড়েছে। আর্কিটেকচারে পড়ে পড়ে সে অভ্যাস করেছে । পয়েন্ট সেভেন এমএম পেনসিলের হিসেব যেন সবসময় এক কাপ কফির গল্পে এসে শেষ হয়। সব কিছুর শেষ হলে রাতজাগা অপরাজিতার অপেক্ষার পালা শেষ হয় না।

কার জন্য অপরাজিতার এই অপেক্ষা? অপেক্ষার প্রহর গুনে চলা? সে গল্প অপরাজিতাই বেশি ভাল জানে। বন্ধু বান্ধব সবাই খুব করে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কি হয়েছে তোর? আমাদের খুলে বল। মনের কথাগুলো আমাদের বল দেখবি নিজেকে হালকা মনে হবে।' কিন্তু অপরাজিতা কি সেই কথা শোনে? সবার অগোচরে কি কেউ কথা দিয়েছিল অপকে খুব রাতে তাদের দেখা হবে? কেউ কি অপুকে বলেছিল রাত জেগে তার অপেক্ষা করতে? নাকি অপু নিজেই বলেছে সে কারও জন্য রাত জেগে থাকবে?

প্রশ্নের উত্তর মেলে না সেই চার বছর ধরে। অপু নিজেকে খুব গুটিয়ে নিয়েছে। আগের মত করে ঘুরে বেড়ায় না। বন্ধুদের সাথে খুব একটা মিশতে চায় না। পরিবারের সবার সাথেও সেই অন্তরঙ্গতা তার নেই। শুধু কাজ করছে। আর্কিটেকচারের এসাইনমেন্ট, প্রেসার এসব বলেই দূরে থাকতে চায় সবার মাঝ থেকে।

যে অপু নিজেকে আড়াল করে রাখতে চায়, পালিয়ে বেড়াতে চায় নিজের জীবন থেকে। তাকে ঠিক বুঝে ওঠাটা অতটা সহজ নয়। দূর থেকে অনেক কিছু অনুমান করা হয়। অনেক কিছু ভেবে নেয়া হয়। লেখকের গল্প লিখে ফেলা হয়। কিন্তু অপুকে ঠিক আগের মত করে খুঁজে পাওয়া হয় না। তাই লেখকের জানতে ইচ্ছে করে, অপরাজিতা কেমন আছে?

জুলকার নাঈন

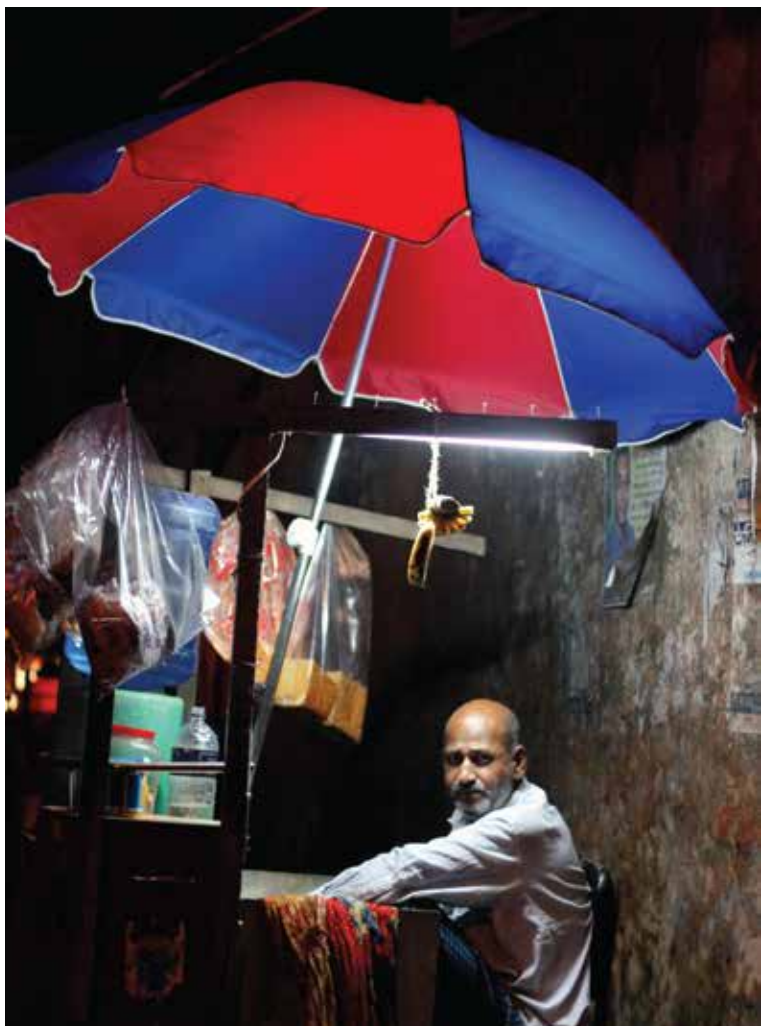

পথের পথিক

লেখা ও ছবিঃ শেখ মেহেদী মোরশেদ

পথিক পায়ে চলে পথের সৃষ্টি করে। সে পথেই অন্য সবাই হেঁটে চলে। শ্রমজীবী মানুষ আমাদের জন্য যে পথ তৈরি করেছে, সে পথ ধরেই সৃষ্টি হয়েছে আমাদের আজকের সভ্যতা। সেসব মেহনতী মানুষের শ্রমের ফসল আমরা ভোগ করলেও তারা নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত আজ অবধি। প্রতিদানের আশায় না থেকে তবুও তারা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের সভ্যতার গতিপথকে সচল রেখে চলেছে। তারাই ঐ গতিশীল পথের প্রকৃত পথিক, আমরা নই।